উল্টে দেখুন
সীমান্তের কী
অবস্থা!
দেদার পাচার
হচ্ছে গরু,
মাদক, কোকেন

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৯ অগ্রহায়ণ – ৬ পৌষ, ১৪২৪ ঃ ১৬ ডিসেম্বর – ২২ ডিসেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 9, 16 December - 22 December, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর গ্রামোনয়নের কর্ম যজ্ঞের সার্থক রূপায়ণে

অনলস ভাবে মা–মাটি–মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে

খেয়াদহ – ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত

কেন্দ্র, রাজ্য ও বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে আই, এস, জি, পি, অনুদান প্রাপ্তিতে কাজ চলছে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, টিউবওয়েল, বিদ্যুত, শৌচালয়, পাকা ড্রেন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের

খেয়াদহ–১নং গ্রাম পঞ্চায়েত কে নতুন রূপ দিতে বদ্ধ পরিকর

গোরা চাঁদ নস্কর
প্রধান
খেয়াদহ–১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত
সোনারপুর উত্তর বিধানসভা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ফিরদৌসী বেগম
বিধায়ক
সোনারপুর উত্তর বিধান সভা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

বছর শেষে ভোটমুখী বাজারে সাময়িক অস্থিরতা, চাপে লগ্নিকারীরা

শুদ্ধাশিস গুহ

বছরের শেষ লগ্নে এসে আপাতত গুজরাতমুখী হয়ে উঠেছে ভারতের শেয়ার বাজার। এর ফলে হচ্ছে কি ক্ষণে ক্ষণে রঙ পালটাচ্ছে অর্থ বাজারের। এই মনে হচ্ছে সব ভালো, তো পরমুহূর্তেই সব তালগোল পাকিয়ে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ ঘটছে। বিশেষ করে গত ৫–৬ দিনের ট্রেডিংয়ের দিকে চোখ দিলে দেখবেন এই অস্থিরতার ছবিটা খুব প্রকট হচ্ছে। যেমন গত সপ্তাহের শেষ দুটো দিন বাজার তেড়েফুঁড়ে বেড়ে একেবারে তুঙ্গি অবস্থানে চলে গিয়েছিল। ১০৩৫০–এর কাছে (আগের উচ্চতার খুব কাছে) চলে যাওয়ার পর ফের নিফটি এই সপ্তাহের প্রথম দিন প্রায় শতাধিক পয়েন্ট হারায়। ২ দিনের সেই ক্ষতি মেরামতের ইঙ্গিত দিয়ে বুধবার প্রথমদিকে আবার চড়চড় করে বাড়তে দেখা যায় নিফটি–সেনসেক্সকে। যার ওপর নির্ভর করে ১০,৩০০ কে আরও একবার ধাক্কা দেয় নিফটি। এই জায়গায় এসে সবাই যখন বুলিশ অবস্থান নিতে শুরু করেছে তখন দেখা গেল সূচক আবার নিম্নমুখী হয়ে উঠেছে। নিচের দিকে মুখ করা সূচক শেষপর্যন্ত গুঁতিয়েগাঁতিয়ে ১০,২০০–র ওপর থাকতে পারলেও একটা বড়রকম অস্থিরতা ক্রমে গ্রাস করতে শুরু করেছে শেয়ার বাজারকে। বলাবাহুল্য, বিজেপির উত্তর প্রদেশ জয়ের পর যেটা আদৌ ঘটেনি। বলাবাহুল্য, গুজরাত নিয়েই আপাতত টেনশনে ভারতের অর্থ ইনডেক্স। যথারীতি ঘোলাজলে পড়ে খাবি খাচ্ছে নিফটি–সেনসেক্সও। ১৮ তারিখ গুজরাত বিধানসভার ফল বেরনোর পর নিশ্চিতভাবে এই চাপ থেকে মুক্তি ঘটবে বাজারের। তার আগে হয়তো এই একটা ছোট মোচড় দেখছে অর্থ বাজার। বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। তাই পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনার মতো এই অস্থিরতাকে কাজে লাগাতে চাইছেন

অর্থনীতি

বেয়াররা। যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি মার্চ–এপ্রিলের, জুন ও সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

এতদিন হয়েছে কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থেকেছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হয়েছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন। তারপর তার দাম হু হু করে বাড়তে থাকল। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তো ভাগ্যকে দোষারোপ করবে যে কেউই। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর দুমদাম এর ওর কথায় শেয়ার কেনাবেচা করতে গেলে জুটবে লবডঙ্কা। সেটা বলার জন্য শেয়ার বিশারদ হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সে ২৬১ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬১ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স। ট্রেনিং দেওয়া হবে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কার্পেন্টার–সহ আইটিআইয়ের বিভিন্ন ট্রেড এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, সিভিল–সহ বিভিন্ন শাখায় সংস্থার কলকাতা এবং রাঁচি ইউনিটে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ১ থেকে ২ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে এই ট্রেনিং দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : APP–01/17.

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (এক্স–আই টি আই) : মোট আসন : ১৫০টি। ট্রেনিং দেওয়া হবে এই সব ট্রেডে : ফিটার, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেশিনিস্ট, প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, পাইপ ফিটার, কার্পেন্টার, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, পেইন্টার (জেনারেল), ফর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার, মেকানিক (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং) এবং মেকানিং (ডিজেল)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে, এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্টে পাশ করে থাকতে হবে। প্রোগ্রামিং অ্যান্ড সিস্টেমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেড, পাইপ ফিটার ট্রেডের ক্ষেত্রে প্লাম্বার ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেটধারীরা (এন টি সি) আবেদন করতে পারেন। বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৪ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (ফ্রেশার) : ৩৬টি। ট্রেনিং দেওয়া হবে এই সব ট্রেডে : ফিটার, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), ইলেক্ট্রিশিয়ান, পাইপ ফিটার এবং মেশিনিস্ট। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৪ থেকে ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : ৩৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় স্নাতক। শাখা–সহ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিষয়গুলি হল : মেকানিক্যাল শাখায় ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং। ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন শাখার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন শাখার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনস্ট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি শাখার ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজি। সিভিল শাখার ক্ষেত্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং। বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস : ৩৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা। শাখা–সহ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিষয়গুলি হল : মেকানিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং। ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। সিভিল শাখার ক্ষেত্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং

কাজের খবর

এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং। বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৪ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীররা ১০ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

ট্রেনিংয়ের মেয়াদ পাইপ ফিটার ট্রেডের ক্ষেত্রে ২ বছর এবং বাকি সবক'টি ক্ষেত্রেই ১ বছর।

স্টাইপেন্ড : প্রতি মাসে গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা এবং টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে ৮,০০০ টাকা। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসরা সরকারি নিয়মানুসারে স্টাইপেন্ড পাবেন।

এর আগে কোনও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়ে থাকলে, গ্র্যাজুয়েট ও টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে কোনও সংস্থায় ১ বছর বা তার বেশি সময় ধরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে এবং ২০১৫ সালের আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে থাকলে আবেদন করবেন না।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

অনলাইন আবেদনের আগে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসদের রেজিস্টার করতে হবে এই ওয়েবসাইটে www.apprenticeship.gov.in এবং গ্র্যাজুয়েট ও টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসসের ক্ষেত্রে রেজিস্টার করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : www.mhrdnats.gov.in রেজিস্ট্রেশনের পর পাওয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি টুকে রাখবেন।

এরপর অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.grse.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন ফটো (১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, ডিরেক্টরেট ও অন্যান্য অফিসে। সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনে নিয়োগ হবে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারস (সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল) রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন, ২০১৭'র মাধ্যমে। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 25/2017.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্টেট কাউন্সিল ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল বা মেকানিক্যাল এডুকেশন (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল বা মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। প্রার্থীকে বাংলা ভাষা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (দার্জিলিং জেলার সাব–ডিভিশন— দার্জিলিং সদর এবং কার্শিয়াং এবং কালিম্পং জেলার নেপালিভাষী প্রার্থীদের জন্য এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।)।

বয়স : ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং বি সি প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদনের যোগ্য।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.pscwbonline.gov.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জানুয়ারি। 'ওয়ান টাইব রেজিস্ট্রেশন'–এ গিয়ে সমস্ত আবশ্যক তথ্য উল্লেখ করতে হবে। আগে যাঁরা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তাঁদের নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে আগের ইউজার আই ডি ব্যবহার করেই দরখাস্ত করতে পারবেন। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও সই আপলোড করতে হবে। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

দমকলের ৩০০০ শূন্যপদে নিয়োগ শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যজুড়ে দমকলের বিভিন্ন কেন্দ্রে তিন হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে শীঘ্রই। দমকলের ডিজি জগমোহন ৭ ডিসেম্বর জানিয়েছেন দেড় হাজার ফায়ার অপারেটর নেওয়া হবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া দেড় হাজার অস্থায়ী দমকল সহায়ক নেওয়া হবে আগামী বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যেই।

বর্তমানে বিভিন্ন পদ মিলিয়ে দমকল বিভাগে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শূন্যপদ রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

আর্মি অর্ডন্যান্স ক্যারে ৭৭২

ট্রেডসম্যান মেট, ক্লার্ক, ফায়ারম্যান, সাফাইওয়ালা, মেসেঞ্জার

নিজস্ব প্রতিবেদন : ৭৭২ জন গ্রুপ 'সি' কর্মী নেওয়া হবে আর্মি অর্ডন্যান্স ক্যারের বিভিন্ন ইউনিট ও ডিপোয়। ট্রেডসম্যান মেট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, ফায়ারম্যান, সাফাইওয়ালা ও মেসেঞ্জার পদে নিয়োগ হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে আর্মি অর্ডিন্যান্স ক্যারের সাদার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার্সের অর্ডন্যান্স ব্রাঞ্চ।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার জন্য আগাম এই চাকরির খবর জানানো হল। ২১ ডিসেম্বর থেকে বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে : www.aocrecruitment.gov.in

ট্রেডসম্যান মেট : শূন্যপদ ৫৬১টি (সাধারণ ৩০৪, তফসিলি জাতি ৪২, তফসিলি উপজাতি ৩৯, ওবিসি ১৭৬)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ২৪টি, দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য ২৭টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মী জন্য ৫৫টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। নিয়োগ হবে পালগাঁও (ওয়ার্ধা), পুনে, আমেদাবাদ, যোধপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, জয়সলমির, জসই, ববিনা, সৌগর, ভুজ, মুম্বই, নাসিরাবাদ, ঝাঁসি ও চেন্নাই ডিপোয়।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : শূন্যপদ ১১০টি (সাধারণ ৬৫, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ১১, ও বি সি ২৫)। এর মধ্যে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫টি, দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য ৫টি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ১১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। নিয়োগ হবে এইসব ডিপো ও ইউনিটে : পুনে, যোধপুর, জয়সলমির, সৌগর, মুম্বই।

ফায়ারম্যান : শূন্যপদ ৬১টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৬)। এর মধ্যে দক্ষ খেলোয়াড় ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। নিয়োগ হবে এইসব ইউনিট ও ডিপোয় : পুনে, যোধপুর, জয়সলমির, জসই, সৌগর, ভুজ, ঝাঁসি।

সাফাইওয়ালা : শূন্যপদ ২৬টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি উপজাতি ২, ওবি সি ৮)। এর মধ্যে দক্ষ খেলোয়াড় ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। নিয়োগ হবে এইসব ডিপো ও ইউনিটে : পালগাঁও, পুনে, যোধপুর, মুম্বই, চেন্নাই।

মেসেঞ্জার : শূন্যপদ ১৪টি (সাধারণ ৮, ও বি সি ৬)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী প্রার্থীর জন্য ১টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে নিয়োগ হবে এইসব ডিপো ও ইউনিটে। পালগাঁও, পুনে, যোধপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, চেন্নাই।

পদ অনুসারে বেতনক্রম : ট্রেডসম্যান মেট : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। ফায়ারম্যান : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। মেসেঞ্জার : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.aocreuitment.gov.in ২১ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্তে মোবাইল ফোন নম্বর ও ই–মেল উল্লেখ করবেন। ই–মেল ও মোবাইল ফোনে এস এম এসের মাধ্যমে পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে।

অনলাইন দরখাস্তের একটি প্রিন্ট আউট নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। সমস্ত মূল নথিপত্র সহ এই প্রিন্ট আউটটি সঙ্গে রাখতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ ডিসেম্বর – ২২ ডিসেম্বর, ২০১৭

মেষ : মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন।

শব্দবার্তা ৫৮

১	■	■	২				৩
৪		৫		■	■	■	
■	■		■	৬	৭	■	
৮	■	৯		■	১০		
১১			■	১২		■	
	■	১৩		■		■	■
	■	■	■	১৪			১৫
১৬					■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। বহুল অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান ৪। সারাদিনে ও রাত্রে ৬। বালক, শিশু ৯। 'আমায় — করে নীল ধ্রুবতারা' ১০। লবণ ১১। ঈশ্বর, ভগবান ১২। চেতনা, বুদ্ধি ১৩। প্রতিজ্ঞা ১৪। বাক্য বা শ্লোক রচনাকারী ১৬। যে পুকুরের চারিদিকে তালগাছ আছে।

উপর–নীচ

১। খদ্দর ২। অতীত, ঘটিত, পরিণত ৩। অন্যের দেখে উত্তরপত্র লেখা ৫। রাজপুতবীর ৭। লেনিনের ভাবাদর্শ ৮। স্বদেশপ্রীতি ১৪। আপন নয় ১৫। থামো, অপেক্ষা করো।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫৭

পাশাপাশি : ১। ঘাঘর ৩। সবিতা ৫। বেআক্কেল ৭। নত ৯। সহসা ১০। আটা ১১। ভর ১২। বারিক ১৪। রম ১৬। লালাবাবু ১৮। নরক ১৯। ধকল।

উপর–নীচ : ১। ঘাতন ২ রবে ৩। সলজ্জ ৪। তাসপেটা ৬। আওসা ৮। তসর ১০। আকর ১১। ভদ্রাসন ১২। বাহবা ১৩। চালাক ১৫। মশাল ১৭। বুধ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** — হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** — শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** — কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** — পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** — গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** — দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** — রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** — শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** — অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** — ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল — ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ — ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক — ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৯ অগ্রহায়ণ – ৬ পৌষ, ১৪২৪ ঃ ১৬ ডিসেম্বর – ২২ ডিসেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 9, 16 December - 22 December, 2017 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কেন্দ্রীয় সরকারের আধার সংযুক্তি কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে প্যান কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড যুক্ত হওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হল আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত। একই সময়সীমা ধার্য হয়েছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার যোগের। তবে আধার সংযোগ যে বাধ্যতামূলক তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রবিবার : লেম্যান ব্রাদার্সের মতো বিদেশি ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হয়ে

যাওয়া আগেই দেখেছে ভারতবাসী। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর সে আশঙ্কা এদেশে কাটলেও ফের নানা বেসরকারি ব্যাঙ্কের হাতছানি মানুষের সামনে। গচ্ছিত টাকা আরও সুরক্ষিত করতে ব্যাঙ্ক বিল আসছে সংসদে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দাবি মানতে নারাজ বিরোধীরা।

সোমবার : চিনের আগ্রাসন রুখতে ব্রহ্মপুত্রের তলা দিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি। অস্ত্রশস্ত্র সহ সেনা

যাতায়াত অবাধ করতে এবার সুড়ঙ্গ তৈরি করবে ভারত সরকার। ইতিমধ্যে উপরে চলছে দীর্ঘ সেতু তৈরির কাজ।

মঙ্গলবার : ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার

হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিনি এবার বাঁধা পড়লেন সাতপাকে। অভিনেত্রী অনুষ্কার সঙ্গে। এই হাই প্রোফাইল বিয়ে নিয়ে দেশজুড়ে কৌতূহলের শেষ নেই।

বুধবার : দাবিটা ছিল অনেক দিনের। সামনে লোকসভা নেই। এবার টনক নড়েছে মোদি সরকারের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

থাকা সত্ত্বেও অনেক টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে ১৫৮১ জন বিধায়ক–সাংসদের নামে ঝুলে থাকা মামলাগুলির নিষ্পত্তি করতে ১২টি পৃথক আদালত গড়া হবে।

বৃহস্পতিবার : তুষার ধস এড়াতে অমরনাথ গুহায় কোনও

শব্দ করা যাবে না। এমনকি বন্ধ করতে হবে মন্ত্রোচ্চারণ, জয়ধ্বনি ও ঘন্টাবাজানো। জানিয়ে দিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল।

শুক্রবার : এবারের শীতে কলকাতার প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে আলিপুর চিড়িয়াখানা।

বিনিময় প্রধার মাধ্যমে ইতিমধ্যে সিংহ, জাগুয়ার, মাউস ডিয়ার, ক্যাঙারু, লেপার্ড এসে পৌঁছেছে। অ্যানাকোন্ডা এসে সম্ভার বাড়তে চলেছে সরীসৃপ বিভাগেও। ভিড় সামাল দিতে টিকিট কাটতে চালু হল অনলাইন ব্যবস্থা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

আসছে ১৮, কাঁপছে কংগ্রেস

পার্থসারথি গুহ

অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের অবসানে গুজরাটের ভোট শেষ হয়েছে। ফল বেরোবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর। তার আগেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের এক্সিটপোলের ধাক্কায় কাঁপতে শুরু করেছে কংগ্রেস। সব সমীক্ষাই ইঙ্গিত দিচ্ছে ফের বিজেপির শাসন কায়েম হতে চলেছে গুজরাটে। কেউ কেউ আবার গতবারের চেয়েও বিজেপির ফল আরও ভালো হচ্ছে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও মুখে কংগ্রেস নেতারা অকুতভয় মানসিকতা দেখাচ্ছেন তবে ভিতরে তাদের কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রাহুল গান্ধির আগামী ইনিংস হয়তো শুরু হতে চলেছে ব্যার্থতা দিয়ে।

গত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছিল এদেশের মিডিয়া যেন উঠে পড়ে লেগেছে রাহুল গান্ধি তথা কংগ্রেসকে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের বৈতরণী পেরোতে। ভাবখানা এমন গুজরাট তো কোন ছার, রাহুল গান্ধিকে তারা ২০১৯–এ দেশের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে ছাড়বেন। অথচ সেই গণমাধ্যমই গুজরাট নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর পুরো অন্য ভূমিকায়। বুথ ফেরত সমীক্ষার যে ছবি উঠে আসছে যাবতীয় গণমাধ্যমে তার সারাংশ তুলে ধরলে দেখা যাবে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয়কেই ইঙ্গিত করছে সবাই। এমনকি গতবারের

১১৫টি আসনকে ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল হয়ে উঠেছে বিজেপির জন্য। তার চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাস দুয়েক আগের সমীক্ষায় বিজেপির জয় সুনিশ্চিত দেখানো হচ্ছিল। হঠাৎ করে কিছু গণমাধ্যমের কি যে হল, তারা যে কি বুঝে ফেললেন। একেবারে রাহুল গান্ধিকে মাইলেজ দিতে শুরু করলেন। যেন গুজরাট থেকেই চাকা ঘোরাতে হবে। নতুন কংগ্রেস সভাপতিকে দিল্লির মসনদে বসাতে হবে। তবে এসব ক্ষেত্রে গোড়াতেই গলদ ছিল। অর্থাৎ ফানুসে চাপানো হচ্ছিল কংগ্রেসের এই সবেধন নীলমণিকে। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির আসনে বসেই তিনি যে এভাবে গোত্তা খাবেন তা বোধহয় এসব তাবেদাররা ভাবতেও পারেন নি।

এর আগে লোকসভা ভোট থেকে একাধিক নির্বাচনে রাহুলের অধিনায়কত্ব একরকম মাঠেই মারা গিয়েছে। ২০১৪ তে প্রবল মোদী ঝড়ে (পড়া ভালো সুনামি) উড়ে যান কংগ্রেসের তৎকালীন এই যুবরাজ। আর তারপর তো সারা দেশ জুড়ে শুধু মোদী আর মোদী। মাঝেমধ্যে সেই কোলাজে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন অরুণ জেটলি বা অমিত শাহরা। এ বছরের গোড়ায় উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে কংগ্রেস–অখিলেশ জোট বিজেপির কাছে গো–হারান হারার পর সেই বৃত্তটা যেন সম্পূর্ণ হয়েছে। হারের ট্র্যাক রেকর্ড এভাবেই বজায় রেখে চলেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল। ভারতীয় রাজনীতির অন্দরমহলে 'পাপ্পু' নামে পরিচিত এই রাহুল আবার 'মরশুমি ফুল' কিংবা পরিযায়ী পাখির বদনামও কুড়োতে শুরু করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

অবাধে চলছে গরু পাচার

কল্যাণ রায়চৌধুরী: ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ দীর্ঘদিনের একটা অগ্নিগর্ভ সমস্যা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি ও জঙ্গি অনুপ্রবেশের বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দাবাহিনীর পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। কিছুদিন আগেই রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের হাতে কলকাতায় জঙ্গি ধরা পড়ার ঘটনা উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। ধরা পড়েছে বসিরহাটের বেআইনি অস্ত্রকারবারীও। এদের জেরা করেই গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়েই এরা ভারতে

স্বরূপনগর, বসিরহাট সীমান্ত

অনুপ্রবেশ করেছিল। এমনকি রাজ্য তথা দেশের নানা প্রান্তে তারা নাশকতার ছকও করেছিল। গোয়েন্দাদের সতর্কতা সত্ত্বেও সেভাবে নড়েচড়ে বসেনি দুই মহকুমা সীমান্ত এলাকার সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী সহ স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন। একারণেই জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে প্রতিদিনই বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে অবৈধভাবে ধুর সিন্ডিকেটের দালালদের সাহায্যে এদেশে ঢুকে পড়ছে অনুপ্রবেশকারীরা। বসিরহাটের ধৃত অস্ত্রব্যবসায়ী স্বীকার করেছে যে গরু পাচারকে ব্যবহার করেই সে বাংলাদেশের জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে অস্ত্র তুলে দিত। এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও এনআইএ–র পক্ষ থেকে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি বনগাঁয় বেশ কয়েকজন মহিলা সহ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

মাদক, কোকেন ও জাল নথিতে জেরবার সীমান্তবর্তী এলাকা

পার্থ ঘোষ, বারাসত : ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে আলাদা করে রাখা থানাগুলির আধিকারিকদের চোখের ঘুম উবে গিয়েছে। মহিলা, শিশু পাচার এবং গরু মহিষ পাচারের ঘটনা, আসল নকল মুদ্রা, সোনার বাঁট, বিস্কুট এমনকী নাম্বারহীন গাড়িও পারাপারের নতুন সামগ্রী হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি সীমান্তবর্তী অশোকনগর থানা গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মাটিয়া এলাকা থেকে ৭ লিটার তরল মাদক কোডাইন মিক্সার সহ সিজানুল গাজি নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার পর জানা যায় সে বাইক চুরির সঙ্গেও যুক্ত। অশোকনগর থানার পুলিশ গোপন ডেরা থেকে

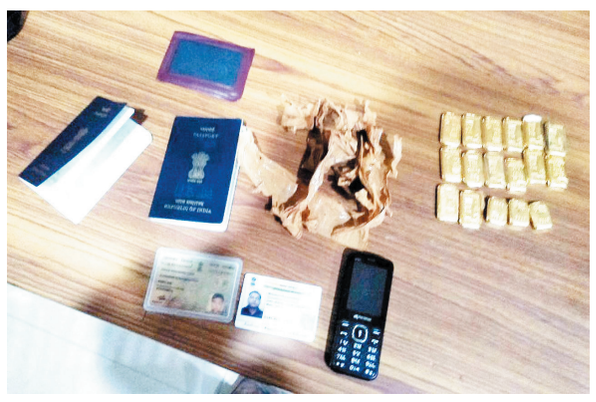

৮ টি নাম্বার বিহীন মোটর সাইকেল উদ্ধার করে। পুলিশ জানতে পারে নাম্বার বিহীন নতুন মোটর সাইকেল হল পারাপারের জন্য প্রথম পছন্দ। কারণ এর দ্বারা অন্য বস্তুও পারাপার করা যায় অনায়াসে। খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে মাদক পাচার এর সাথে অভিনব এই বাইক পাচারের আন্তঃরাজ্য পাচার চক্রের কোনওরূপ যোগসাজশ আছে কিনা। এখানেই শেষ নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

সব স্ট্রিটই পার্ক স্ট্রিট

কয়েকদিন আগের কথা। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর অঞ্চলে নিজের বাড়ির গলিতে সন্ধ্যা বেলায় ঢুকেছি। সদর দরজার উল্টোদিকের রকে বসে ১৪–১৫ বছরের দুটি কিশোর মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। তাড়া দিতেই সব ফেলে দে ছুট। কাছে গিয়ে দেখি একটি মিনারেল ওয়াটারের বোতলে অতি যত্নে একটি প্লাস্টিকের পাইপ লাগিয়ে উপরে রাঙতার খোল। সেই খোলে মাদক দিয়ে হুঁকোর মতো সুখটান দিচ্ছিল তারা। করুণা হল কিশোর দুটির উপর। হায়! সমাজ কোন দিকে নিয়ে চলেছে এদের!

পরদিন সাংবাদিক বন্ধুদের আড্ডায় প্রসঙ্গটি তুলতেই জানা গেল সন্ধ্যা নামতেই প্রতিদিন কলকাতা ও লাগোয়া শহরতলির রাস্তা ও গলি মাদকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। আলোচনায় বেরিয়ে এল ভরদুপুরের কথাও। সকাল থেকে বিকেল, দিনের আলোয় শহরের যে কোনও কলেজের আশে পাশে গেলেই বোঝা যাবে মাদক কিভাবে গ্রাস করছে জীবন–যৌবন। এখানে আবার ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে। ভবিষ্যতের মাতৃরূপা এইসব নারীরা মাদকের ধোঁয়ায় ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। হায়, এরা নাকি জন্ম দেবে আগামী প্রজন্মের।

আসলে শহর ও শহরতলির সব স্ট্রিটই এখন পার্ক–স্ট্রিট। এখন আর মাদক ধরতে পার্ক স্ট্রিটের নাইট ক্লাবে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সূর্য ডুবলে তিলোত্তমার সব গলিঘুঁজিই নাইট ক্লাব। যেখানে মাদকের নেশার সঙ্গে চলছে প্রকাশ্য যৌনতা। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। সমাজ যখন সকলের চোখের সামনে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে তখন প্রশাসন নীরব কেন? সুপ্রশাসনের জন্য থানা এলাকা ভাগ করে ছোট করা হয়েছে। কিন্তু তার ফল কোথায়? থানায় জানালে উত্তর আসছে, এত কাজের মধ্যে এসব ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মতো লোকবল নেই। এখন মাথা না ঘামালেও পরে যে এটাই মাথা ব্যথার কারণ হবে এটা জানেন কি? নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মী জানালেন, থানায় না এসে জনপ্রতিনিধিদের অফিসে যান। জীবন–যৌবন এখন তাঁদের হাতেই সমর্পিত। আমরা তো বাঁধা মাইনের উর্দিপরা চাকর। এরা হয়তো ঠিক কথাই বলেছেন। 'মরিবার তরে পিপীলিকা যেন এভাবেই ঝাঁপ দিচ্ছে আগুনে।' তাদের রাশ এখন কারও হাতে নেই। বড়দের শাসন এখন ব্যাকবেঞ্চে চলে গেছে। তার জায়গায় স্থান পাচ্ছে একদল মাতব্বর গোছের 'সমাজপতি'। নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে এরা চোখ বুঝে আছেন। যখন ফ্র্যাঙ্কেস্টাইনরা তাদের গিলে খাবে তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই বলি শীতঘুম থেকে বেরিয়ে আসুন, সচেতন হন। লাগাম পরান এই বিপথগামী অংশের ওপর।

জলপথে নজরদারি উপকূল বাহিনীর

গঙ্গাসাগর মেলায় জঙ্গি রুখতে

কুনাল মালিক : মাস খানেক পরই এ রাজ্যের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মেলা গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হবে। কুম্ভমেলার পর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন বেলাভূমিতে গোটা ভারতবর্ষের নানা–ভাষা নানা মতের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী উপস্থিত হবেন। মেলার সামগ্রিক দায়িত্বে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলাকে সর্বাঙ্গীন ভাবে সফল ও সুন্দর করে তুলতে বিশেষ সভা করেছেন। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা দিতে সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পুণ্যার্থীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও রাজ্য সরকারকে সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, গঙ্গাসাগর মেলায় জঙ্গি হানা রুখতে রাজ্যের নদীপথে এবং সীমান্তে উপকূল রক্ষী বাহিনী ও বিএসএফ বিশেষ নজরদারি চালাবে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে দুই আলকায়দা জঙ্গি ধরা পড়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সূত্রের খবর, জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন সদস্য উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় আত্মগোপন করে আছে। যারা এ রাজ্যে নাশকতা মূলক ঘটনা ঘটাতে পারে বলে খবর। সাগর মেলার মতো বৃহত্তর জনসমাবেশে এই নাশকতা ঘটার আশঙ্কা থাকছে। মেলার আগে রাজ্যের নদীপথে ওপার বাংলা থেকে যাতে জঙ্গিরা এ রাজ্যে ঘাঁটি গাড়তে না পারে, তার জন্য ইতিমধ্যেই নদীপথে নজরদারি চালাচ্ছে উপকূল রক্ষী বাহিনী।

এরপর পাঁচের পাতায়

হে সুন্দরবন! দেখো তুমি সুন্দরী কত

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। এই সুন্দরবন নাম নিয়ে বিরাট মত পার্থক্য দেখা যায়। কেউ কেউ বলে থাকেন সুন্দরী গাছের নাম থেকে সুন্দরবন নাম। সুন্দরবন নাম নিয়ে মতবিরোধ এবং যুক্তিবাদীরা তা নাও মানতে পারেন। কিন্তু বিভিন্ন গবেষকদের স্বীকৃত সত্য ঘটনা হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ–এর মতামত অনুযায়ী সুন্দরবনের প্রথম নাম ছিল শাক দ্বীপ পরে নামকরণ হয় গঙ্গারিনী। আরো জানা যায় পৌন্ড্র বধন নামও ছিল তার। আর বাংলাদেশে সুগন্ধা নদীর নাম অনুযায়ী সুন্দরবন নাম হয়। অনেকেই বলে থাকেন সুন্দরবনের গাছ, নদীনালা জীবন বৈচিত্রের জন্য সুন্দরবন নাম। এ নিয়ে বিতর্কের যেমন শেষ নেই তেমনই সুন্দরবন দিবস নিয়ে রয়েছে মতপার্থক্য। সরকারিভাবে ২০১০ সালের ২১ আগস্ট প্রথম সুন্দরবন দিবস হিসাবে পালন হলেও পরবর্তীতে ১১ ডিসেম্বর সুন্দরবন দিবস হিসাবে পালন হয়। সুন্দরবনের মোট বনাঞ্চল ১০৮১৩ বর্গ কিমির মধ্যে ৪৭২৬ বর্গ কিমি ভারতীয় ভূখন্ডের, অর্থাৎ সুন্দরবনের ৩৮ শতাংশ ভারতের এবং ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের অধীনে। ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট (বিশ্ব সম্পদ) ঘোষণা করেন এবং একই বছরে ২৯ মার্চ ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার (জীব পরিমন্ডল) ঘোষণা হয়। সুন্দরবনের মোট ১০২টি দ্বীপ, এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জনবসতি এবং ৪৮ টি দ্বীপ নিয়ে ম্যানগ্রোভ বন ও বন্যপ্রাণী। উত্তর ২৪ পরগনার জেলার ৬টি ব্লক ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৩টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন।

সুন্দরবন দিবসের প্রহসন : একদিকে চলছে ফাঁকা মাঠে ঘটা করে অনুষ্ঠান, সুন্দরবন বাঁচানোর বক্তৃতা সভা। সুন্দরবন দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে আগ্রহ নেই সুন্দরবনবাসীর। নমো নমো করে কোনওরকমে অনুষ্ঠান করে বাঁচলেন ব্লকের কর্তাব্যক্তিরা। আর অন্যদিকে নজরদারির অভাবে প্রতিদিন এভাবেই বনসৃজন ধ্বংস করে সুন্দরবনের সুন্দরের দফারফা করছেন সুন্দরবনবাসীরাই। সচেতনতার অভাব চারিদিকে। নামখানায় ছবি দুটি তুলেছেন আমাদের প্রতিনিধি।

সবথেকে বেশি দ্বীপ রয়েছে পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১৩টি, গোসাবায় ৯টি, নাখানায় ৫টি, সন্দেশখালিতে ৬টি, হাড়োয়া ব্লকে ৫টি। সুন্দরবনের নদীগুলি লবণাক্ত জলে পরিপুষ্ট। রায়মঙ্গল, হরিণভাঙা, গোসাবা, মাতলা, বিদ্যাধরী, ঝিলা, করতাল, ঠাকুরান, সপ্তমুখী, মুড়িগঙ্গা, গাবতল, মৃদঙ্গভাঙা, আজমলমারি, ঢুলিভাসানি, চুলকাটি, বেলেডোনা, পেইলি, হেড়োভাঙা, মনি, বেনিফেলি, গোমর নদীগুলি জোয়ারের জলে পুষ্ট। ১৫৫৮ সালের ৬মে থেকে ৩১জুলাই ২০১৫ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের উপর ২৬ বার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। উল্লেখ্য ১৫৫৮ সালে ৬মে টানা ৫ ঘন্টা দমকা ঝড়ে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আবার ২৫ মে ২০০৯ সালে আয়লায় ১১০ কিমি বেগে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনের ৩৫০০ কিমি নদী বাঁধের ৭৭৮ কিমি নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ১৭৮ কিমি নদীবাঁধ পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৯০৩ সালে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডেভিড প্রেইন সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছের উপর গবেষণা করেন। তার তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বের ৫০টি বৃক্ষজাতীয় ম্যানগ্রোভ রয়েছে এর মধ্যে সুন্দরবনে ২৪টি রয়েছে। এছাড়া ও ১৬৫টি শৈবাল, ১৩টি অর্কিড উদ্ভিদ রয়েছে এই সুন্দরবনে। সুন্দরী, কাঁকড়া, ধুঁধুল, গরাণ, কেওড়া, গর্জন, কৃপা, তোড়া, ওড়া, পশুর, হেতাল প্রভৃতি গাছ রয়েছে।

রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, মেছো বিড়াল, বনবিড়াল, হরিণ, শুয়োর, ভোঁদড়, শুশুক, কুমির, কচ্ছপ, খেঁকশিয়াল, তাড়খেল, স্বর্ণ গোধিকা, বিভিন্ন প্রজাতির বিষধর সাপ কালাচ, কেউটে, এবং বাজ, পেঁচা, নীলকণ্ঠ, মোহন চূড়া, শামুকখোল, গাঙচিল, ডাহুক সহ নানা প্রজাতির জীবজন্তুর বসবাস সুন্দরবনে। বৈজ্ঞানিকদের দাবি বিশ্ব উষ্ণায়নের কবলে পড়ে সুন্দরবন ধ্বংসের পথে। সেই সুন্দরবনকে অক্ষত রাখতে পালন করা হয় সুন্দরবন দিবস।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর – ২২ ডিসেম্বর

সিপিএম ও কারাটনামা

পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার পর আড়ালে আবডালে কমরেডদের সঙ্গে একটু সুখদুঃখের কথা বলতে গেলে দেখবেন সবাই একবাক্যে স্বার্থপর দৈত্যের শিরোপা দিচ্ছেন পলিটব্যুরোর অবিসংবাদী নেতা তথা দক্ষিণী লবির হোতা বলে পরিচিত প্রকাশ কারাটকে। আজ যে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের নামোনিশান মুছে গিয়েছে সেজন্য রাতদিন শাপশাপান্ত করা হয় মিস্টার কারাটকে। হ্যাঁ, আম সিপিএম কর্মীরা এজন্য কিছুতেই তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নি, আগামীদিনে পারবেনও না। কি না কি এক পরমাণু কাণ্ড (যা খায় না মাথায় মাখে তাই অধিকাংশ দেশবাসী বোঝে না) তার জন্য কিনা ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থনই প্রত্যাহার করে বসলেন প্রকাশবাবু ও তাঁর দক্ষিণী ভাইরা। একবার ভেবেও দেখলেন না এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের কি অবস্থা হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে কখনও ইন্দিরা, কখনও রাজীব, কখনও নরসিংহ রাওদের ধরে যে কং–বাম অ্যাডজাস্টমেন্টের সোপানটা তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন জ্যোতি বসুরা তা নিমেষে চুরমার হয়ে গেল। সোনিয়া গান্ধির গুসসা কি জিনিস তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন বামপন্থীরা তথা এ রাজ্যের কমরেডরা। ততদিনে অবশ্য সোনিয়ার সঙ্গে নয়া রসায়নের জেরে রাজ্যের মসনদ দখল করে ফেলেছেন চিরশত্রু মমতা। সেই শত্রু সরকার দেখতে দেখতে ৬ বছরের ছটফটে পোলাপান হয়ে উঠেছেন। তার দুর্দান্ত দামালপনায় জেরবার সিপিএমের বৃদ্ধ নেতৃত্ব। শর্টকাটে ক্ষমতায় ফেরার জন্য আবার কারাটকে কাঁচকলা দেখিয়ে রাজ্য সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির প্রশ্রয়ে বুর্জোয়া কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে গত বিধানসভায় লড়ল। এর পরিণাম কি সাংঘাতিক হয়েছে তা সবাই জানে। তার ওপর একসময়ের প্রবল শত্রু কংগ্রেসের হাত ধরার পর থেকে সিপিএমের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। তাদের ঠেলে সরিয়ে কংগ্রেস হয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। বলাবাহুল্য রাজ্যে বিরোধী দলের মানচিত্র থেকে প্রায় মুছে গিয়েছে সিপিএম। অন্য বাম দলগুলির অবস্থা তো আরও তথৈবচ।গতিপ্রকৃতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে অচিরেই না সিপিআইএমএল, এসইউসি'র মতো অবস্থা হয় এই ভয় এখন কাঁটা হয়ে রয়েছে আলিমুদ্দিন। শাসক তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এসেছে বিজেপি। এর মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো প্রকাশ কারাট সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন যে রাজ্যে রাজ্যে প্রধান শত্রু বিজেপির মোকাবিলা করতে হলে কোনওভাবেই বুর্জোয়া–পুঁজিবাদী কংগ্রেসের হাত ধরা যাবে না। তাহলে সিপিএম কার সঙ্গে পথ হাঁটবে। না সেই দাওয়াই বাতলে কারাট সাহেবের নয়া নিদান রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে গাঁটছাড়া করে চলুক সিপিএম। সেই অঙ্কে পশ্চিমবঙ্গে কি তাহলে তৃণমূলের সঙ্গে দোস্তি করবে সিপিএম? এখন হয়তো এটা লাখ টাকার প্রশ্ন। কিন্তু কে বলতে পারে আগামী দিনে কারাটের এই ফর্মুলায় সিপিএম সত্যি সত্যি তৃণমূলের হাত ধরল। আর বিজেপির বাড়বাড়ন্ত আটকাতে ঘাসফুলের তাতে রাজি হতে কোনও ওজর নাও থাকতে পারে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের জন্য আমরা যে কাজ করি, এমন কি, আমাদের নিজেদের জন্য যে কাজ করি, তাহার সম্বন্ধেও ওই কথা খাটে।

স্বার্থের জন্য কৃতকর্ম দাসসুলভ কর্ম, আর কোন কর্ম স্বার্থের জন্য কৃত কিনা, তাহার পরীক্ষা এই যে, প্রেমের সহিত যে কোন কাজ করা যায়, তাহাতে সুখই হইয়া থাকে। প্রেম প্রণোদিত এমন কোনও কাজ নেই, যাহার ফলে শান্তি ও আনন্দ না আসে। প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জ্ঢান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পর সম্বন্ধ–ইহারা একে তিন। ইহাদের একটি যেখানে আছে, অপরগুলি সেখানে অবশ্য থাকিবে। ইহারা সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ। যখন সেই নিরপেক্ষ সত্তা আপেক্ষিকভাবাপন্ন হয়, তখন উহাকে আমরা জগৎরূপে দেখিয়া থাকি।

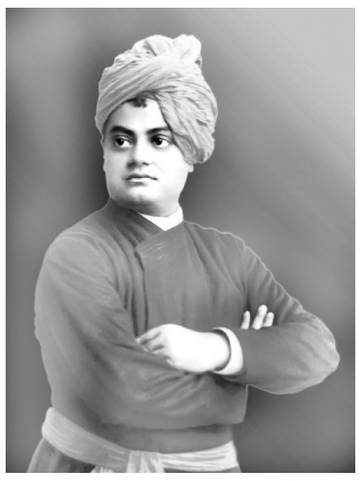

সেই জ্ঞানই আবার জাগতিক বস্তু বিষয়ক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং সেই আনন্দই মানবহৃদয়ে সর্ববিধ বস্তু বিষয়ক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং সেই আনন্দই মানবহৃদয়ে সর্ববিধ ভালোবাসার ভিত্তিস্বরূপ। অতএব প্রকৃত প্রেম কখনও প্রেমিক অথবা প্রেমাস্পদ কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

মনে কর, একজন পুরুষ একটি মেয়েকে ভালোবাসে।সে একাই তাহাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চায়, তাহার প্রতিটি গতিবিধি সম্বন্ধে পুরুষটির মনে ঈর্ষার উদয় হয়। সে চায় মেয়েটি তাহার কাছে বসুক, তাহার কাছে দাঁড়াক, তাহার ইঙ্গিতে খাওয়া দাওয়া, চলা–ফেরা প্রভৃতি সব কাজ করুক। সে ওই মেয়েটির ক্রীতদাস, এবং মেয়েটিকেও নিজের দাসী করিয়া রাখিতে চায়। ইহা ভালোবাসা নয়, ইহা একপ্রকার দাসসুলভ অনুরাগের বিকার। ভালোবাসার মতো দেখাইতেছে, বস্তুতঃ ইহা ভালোবাসা নয়। উহা ভালবাসা হইতে পারে না, কারণ উহা যন্ত্রণাদায়ক।

ফেসবুক বার্তা

আর একদিন পরেই পৌষ মাস। শুরু হচ্ছে ধানকাটার মরশুম। নবান্নের হাতছানি। গ্রামের মাতৃশক্তিরাই সন্তানের মতো ধান বুনে বড় করেছে। তারই এক মাতৃমধুর দৃশ্য।

বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী কি বিপন্ন, তাই আলাদা করে রক্ষা করার কথা ঘোষণা করতে হয় ঢাক পিটিয়ে

নির্মল গোস্বামী

আমাদের কবি বলে ছিলেন ''হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসা করে কোন জন? কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার''

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হাড়োয়ার সভায় বললেন, ৩১ শতাংশ মুসলিমকে তো বাদ দিতে পারি না। তাই তাদের আমাকে রক্ষা করতেই হবে। একে যদি তোষণ বলে তবে একশোবার তোষণ করব? শেষের দিকে অবশ্য খ্রিস্টান ও আদিবাসীদের নাম করেছেন 'ইতি গজ'র মতো করে। কিন্তু সংখ্যাধিক্য হিন্দুরা দুয়োরানীর সন্তান হয়েও রয়ে গেল। এর আগে নানান ভাবে আকারে ইঙ্গিতে, কখনও গায়ে চাদর জড়িয়ে মাথায় হিজাবের মতো করে শাড়ি জড়িয়ে, মসজিদে মাজারে নামাজে উপস্থিত থেকে জানান দিতে চেয়েছেন যে, 'আমি তোমাদের লোক'। ইমাম ভাতা, মোজাম্মেল ভাতা, সংখ্যালঘু ছাত্রের ভাতা, মুসলিমদের ঘর করার জন্য ২ লাখ টাকা ইত্যাদি কাজের মাধ্যেমেও বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তিনি তাদের জন্য কাজ করছেন। এর জন্য সমালোচিতও হয়েছেন যে তোষণ করছেন বলে। কিন্তু তিনি হঠাৎ করে সব আবডাল সরিয়ে সরাসরি খোলাখুলি ডাক দিলেন মুসলিমদের রক্ষা করার। তিনি যে অন্তর থেকে এসব করছেন না তা সবার জানা। পাটি গণিতের হিসাব মেলাতেই এইসব করছেন। ৩১ শতাংশের সঙ্গে হিন্দু আদিবাসীদের ২৫ শতাংশ ভোট জোগাড় হলেই পঞ্চায়েত সহ সমস্ত ভোটে তাঁর দল জয় লাভ করবে। আর এতোদিনের সরকারের কাছ থেকে খেলা মেলা মোচ্ছবের মাধ্যমে যারা উপকৃত হয়েছে, বিভিন্ন ভাতা প্রাপক এবং তিন চার বার ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা যে সব ক্লাবগুলি পেয়েছে সেই সব ভোট যোগ করলে ২৫ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা। তাই তিনি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর খুল্লাম খুল্লা এতো বড় ঘোষণা করা সত্ত্বেও নিন্দুকদের তেমন দেখা পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দেশে আর যার অভাব থাকুক

নিন্দুকেরা আছে যথেষ্ট পরিমাণে। পুকুরে ঢিল পড়ল অথচ তরঙ্গ উঠল না। এতো বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। প্রথমটা খটকা লাগলেও একটু গভীরভাবে তলিয়ে ভেবে দেখা গেল যে এই নিন্দুকেরা চুপ আছে নিজেদের স্বার্থে। বাম এবং সিপিএম যদি এর বিরোধিতা করে তবে তাদের সংখ্যালঘু সমর্থন কমে যাবার ভয়। যা আছে তাও থাকবে না। আর কংগ্রেস দীর্ঘ দিন ধরে বকলমে তোষণের রাজনীতিকেই ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে– ফলে আজ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে নীরব থাকাটাকেই শ্রেয় মনে করেছে। বিজেপি অবশ্য বলেছে যে উনি ৩১ শতাংশের জন্য আর আমরা ১০০ শতাংশের জন্য আছি। কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। কারণ তারা জানে যে বার্তাটা মানুষের কাছে দিতে চায়। সেই বার্তাটাই পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছেন। তৃণমূল যেন ধাক্কা মেরে হিন্দুদের বিজেপি শিবিরে ঠেলে পাঠিয়ে দিল।

আমরা জানি এ পোড়া দেশে জাত পাত ধর্ম বর্ণের রাজনীতি স্বাধীনতার পর থেকেই চলে আসছে। ফলে ভোটের সময় তা আরও প্রকট হয়। ধর্মের তাস সব রাজনৈতিক দলই খেলে থাকে। কিন্তু অভিনব এটাই একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে রক্ষা করব। একটা রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হয়ে এই কথা বলতে পারেন কি? আমাদের দেশের সংবিধানের চোখে সকল জাত ধর্ম সম্প্রদায়ের সমান অধিকার। আর আইন সেই মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চয়তা দান করে।

একজন মুখ্যমন্ত্রী যদি আইনের শাসন বজায় রাখেন তাহলেই তো সকলের সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তবে কি আমাদের সংবিধানে মুসলিমদের কিছু কম অধিকার দিয়েছে? যার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ঘোষণা করতে হয় যে ৩১ শতাংশকে আমি রক্ষা করবই। (বোধ হয় ৩ শতাংশ হলে একথা বলতেন)। সাংবিধানিক ক্ষমতার বলে ১০০ শতাংশ জনগণকেই রক্ষা করার কথা। যদি সংবিধান কম আধিকার দিয়ে থাকে মুসলিমদের তাহলে সেই অভাব পূরণের জন্য সংবিধান সংশোধন করার দাবি তুলছেন না কেন তৃণমূল নেত্রী? তাহলে তো তাঁকে আর তোষণের পথ ধরতে হত না।

পক্ষান্তরে আমরা এতো দিন জেনে এসেছি, সংবিধানের সব মৌলিক অধিকার তারা ভোগ করেও কিছু অতিরিক্ত অধিকার ভোগ করে তারা। তাদের জন্য আলাদা দেওয়ানী আইন আলাদা বিবাহ আইন ইত্যাদি আছে। কাশ্মীরি মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করে। এরপরেও আলাদা ভাবে তাদের রক্ষা করার প্রশ্ন আসে কী করে? স্বাধীনতার পর থেকে এতো দিন যারা সরকার চালিয়ে এসেছে তারা কিন্তু কেউ বিশেষ ভাবে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার কথা বলেনি। তবে কী এদেশের সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করছে? তা যদি হতো তাহলে স্বাধীনতার সময় যারা ১৪ শতাংশ ছিল আজ ৩১ শতাংশ হল কি করে? উলটে বাংলাদেশের দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে স্বাধীনতার সময় ২৪ শতাংশ ছিল হিন্দু আজ অত্যাচারিত হতে হতে ৮ শতাংশে এসে ঠেকেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের তো এমন অবস্থা নয়? হিন্দুরা কটা মসজিদ ভেঙেছে? কত দাঙ্গা হয়েছে? তৃণমূলের রাজত্বেই ক্যানিং আর ধূলাগড়ে এক তরফাভাবে মুসলিমরা হিন্দুদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাই সে খবর সরকার চেপে গিয়েছে। ধূলাগড়িতে ৩৫০ ঘর করে দিতে হয়েছে সরকারকে। পরিসংখ্যান দিয়ে সরকার কী প্রমাণ করতে পারবে যে এ রাজ্যে মুসলিমরা বিপন্ন। বরঞ্চ উল্টো চিত্রই দেখা যায়। সংখ্যাধিক্য মুসলিমদের চাপে দুর্গাপুজো বন্ধ করে দিতে হয়। পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শক থাকে মাত্র। মালদহে মুর্শিদাবাদে অনেক হিন্দুরা বাড়িতে শাঁখ বাজাতে পারে না। মুর্শিদাবাদে মৌলবীদের ফতোয়ায় মহিলা ফুটবল ম্যাচ বন্ধ রাখতে হয়। ঢাক বাজনা বন্ধ করে দিতে হয়। ওরা কিন্তু আজান বন্ধ করে না। সিদ্দিকুল্লার ডাকে মিটিং এ মমতা সরকারের ৬ জন পুলিশের মাথা ফাটাল মিছিলকারীরা। তবুও পুলিশ লাঠি চালাল না। এরপর বলতে হবে তারা সুরক্ষিত নয়? তারা বিপন্ন?

আজ যার ভোটের জন্য তাদের পায়ে তেল মাখাচ্ছে ১০–১৫ বছর পর তার যখন ৩১ থেকে ৫১ শতাংশ হবে তখন কিন্তু বাঁচার জন্য তাদের পায়ে ধরতে হবে। যেমন বাংলাদেশের হিন্দুরা আছে ঠিক তেমনি ভাবে থাকতে হবে। পৃথিবীর কোনও দেশে মুসলিমরা অন্যধর্মের লোকেদের রেয়াৎ করে না। ধর্মনিরপেক্ষতার শব্দই ইসলামের অভিধানে নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা মুসলিমদের মারছে আর অন্য ধর্মের লোকেদের কথা না বলাই ভাল।

ঋষির কাছে মন্ত্র ছিল সেই মন্ত্র বলে সে ইন্দুর কে বাঘে পরিণত করেছিল কিন্তু বাঘ যখন তাকে খেতে গেল তখন আবার সেই মন্ত্র দিয়েই ইন্দুরে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু আজকের রাজনীতির খিলাড়ীদের কাছে সেই মন্ত্র নেই। তাদের রাজ্য পাট ছিনিয়ে নেবে অচিরেই তখন শুধু হা হুতাশ ছাড়া কিছু থাকবে না। কবি গেয়ে ছিলেন মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। সেই কুসুমকে বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ভোটের বাক্স না ভরালে কী চলে না? আপাত মধুর গন্ধ দিলেও ভবিষ্যতে তিক্ত ফলদায়ক হবে সেটা মনে থাকে যেন।

রবিদা নেই, ভাবতেই পারছি না

পার্থসারথি গুহ

রবিশংকর বল নেই। মঙ্গলবার সকালে হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে খবরটা পেলাম। কিন্তু সোমবার বিকেলে বি আর সিং হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে চলে যাওয়া দাদাকে দেখে বুঝেছিলাম শেষের সেই সময় যেন ঘনিয়ে আসছে। রবিদাকে দেখতে আসা মন্ত্রী তথা নাট্যকার–অভিনেতা ব্রাত্য বসুও মনে হয় পড়তে পেরেছিলেন সেই অশনি বার্তা। হাজারো কাজ থাকা সত্ত্বেও প্রায় এক ঘন্টার ওপর ঠায় বসে রইলেন বন্ধুর কাছে। যুক্তি হয়তো জানান দিচ্ছিল নির্মম সত্যিটাকে। কিন্তু আবেগ। তার ওপর ভর করে ব্রাত্য হয়তো ভেবেছিলেন ভালো হয়ে যাবেন তাঁর বন্ধু। না, মঙ্গলবার সকালটা আর মঙ্গলময় হয়ে ওঠেনি। কাকভোরেই ইন্দ্রপতন হল। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে চলে গেলেন এই সময়ের অন্যতম সেরা লেখক–কবি–সাংবাদিক সর্বোপরি আমার দাদা রবিশংকর বল। 'দোজখনামা' উপন্যাসের জন্য ২০১১ সালে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে 'বঙ্কিম পুরস্কার' পান তিনি। এই উপন্যাস পরে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন। আগামী বছর ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হওয়ার কথা ছিল দোজখনামার। এছাড়াও 'স্বপ্নযুগ', 'আয়নাজীবন', 'ছায়াপুতুলের খেলা', 'নায়িকা রহস্য', 'তিমিরের হার্লেম' তাঁর সেরা কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। তাছাড়া নাটকের প্রতি রবিদার ছিল আলাদা টান। তাঁর লেখা নিয়ে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে 'নেমেসিস' নাটকটি। যাঁর সুযোগ্য পরিচালনা হয়েছে এইসময়ের উদীয়মান নাট্যকার অভি চক্রবর্তীর অশোকনগর নাট্যমুখ–এর হাত ধরে। এছাড়াও দাদা প্রায়ই যেতেন নাটক দেখতে। এই তো কিছুদিন আগে আকাদেমিতে ব্রাত্যদার নাটক দেখতে গিয়েছিলেন।

এর আগে প্রচুর নাম শুনেছি, দেখেছিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। কিন্তু আলাপটা আর হয়ে ওঠেনি।

সেই অর্থে ঠিক এক বছর আগে এরকমই এক সময় রবিদার সঙ্গে আমার পরিচয়। হ্যাঁ, গত এক বছর 'সুখবর' পত্রিকায় থাকার সুবাদে রবিদার খুব কাছে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। শুনেছিলাম বড় সাহিত্যিক্য বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ মেলামেশার ব্যাপারে একটু 'চুজি' হন। সবার সঙ্গে ঠিক মিশে যেতে পারেন না। এই ধারণাটা ভেঙে দিলেন রবিদা। এত কাছে টেনে নিলেন যে বলার নয়। প্রায়ই চা–বিস্কুট খেতে নিচে নামতাম। অনেক কথার আদানপ্রদান হত। ওনার লেখা, চিন্তা ধারণা সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারতাম। কথা বলতেন আস্তে আস্তে। অথচ রসিকতা উপচে পড়ত ওনার প্রতিটা বাক্যে। এত বড় মাপের লেখক। অথচ বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। প্রায়ই আমাকে বলতেন, গল্প লেখ, হাত আছে, হবে। এই যে এত উৎসাহ, এটা সাংবাদিক জীবনে কারও কাছে পাইনি। রবিদার লেখা বা তাঁর কৃষ্টি নিয়ে সত্যি বলতে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু গত এক বছর চোখের সামনে যে রবিদাকে দেখেছি তা আমার পরতে পরতে থেকে যাবে। সুখবরের অফিসে আমাদের এক সহকর্মী সৈকত হালদারকে আমি মজা করে ডাকি সৈকত সাকসেনা বলে। এই ডাকটা রবিদা দারুণ পছন্দ করতেন। সৈকতদাকে না দেখলে রবিদা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, সাকসেনা কই, সাকসেনা। ওকে ডাকো। অপর সহকর্মী কমলবাবু আবার গোড়া বামপন্থী মানুষ। তাঁকে ইয়ার্কি করে কমরেড বলে ডাকি আমি। তাঁকে না দেখলেও রবিদা বলতেন কমরেড কই, কমরেড। এরকমই মানুষ রবিদা। যে সবাইকে অক্লেশে কাছে টেনে নিতে পারত। সুখবরের সহকর্মী তথা বিশিষ্ট কবি–সাহিত্যিক প্রদীপ আচার্যর সঙ্গে বসে রবিদার নানা কথা খুব উপভোগ করতাম আমি। ওঁদের অনেক আলোচনা আমাকে সমৃদ্ধ করত।

কিন্তু ১২ ডিসেম্বরের পর মনে হচ্ছে সব দিক থেকেই বড় একা হয়ে গেলাম। ২০১৬–র গোড়ায় পেয়েছিলাম পিতৃশোক। আর ২০১৭–র শেষ লগ্নে হারালাম প্রিয় দাদাকে। রবিদা আর নেই ভাবতেই পারছি না। শেষ সময়ে তাঁর অন্তেষ্টি পর্বে সামিল হয়েছিলাম আর পাঁচজনের সঙ্গে। বাংলা আকাদেমির পক্ষে দাদাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। 'আলিপুর বার্তা' ও 'নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি'র তরফ থেকেও পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। বন্ধু রবিশংকরকে হারানোর তীব্র বেদনা নিয়েও কেওড়াতলা মহাশ্মশানে হাজির ছিলেন সুখবর পত্রিকার সম্পাদক শমীক স্বপন ঘোষ, লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্য পরিচালক অভিজিত করগুপ্ত ও অগণিত প্রিয় মানুষ। রবিশংকর বল হয়তো শারীরিকভাবে নেই। কিন্তু তাঁর যে সান্নিধ্য পেয়েছি বিগত এক বছর তা কি করে ভোলা যায়। অনেক কিছু শিখেছি তার কাছ থেকে। এমনকি গল্প লেখার স্পর্ধা পর্যন্ত আমি পেয়েছি রবিদার প্রশ্রয়ে। সেই গল্পটার অর্ধেকের বেশি লেখাও হয়ে গেছিল। ভেবেছিলাম পুরোটা শেষ করে দাদাকে দেখা দেখাব। যদিও সেই সুযোগ আর এল কই।

সংবাদের স্যান্টা চলে গেলেন

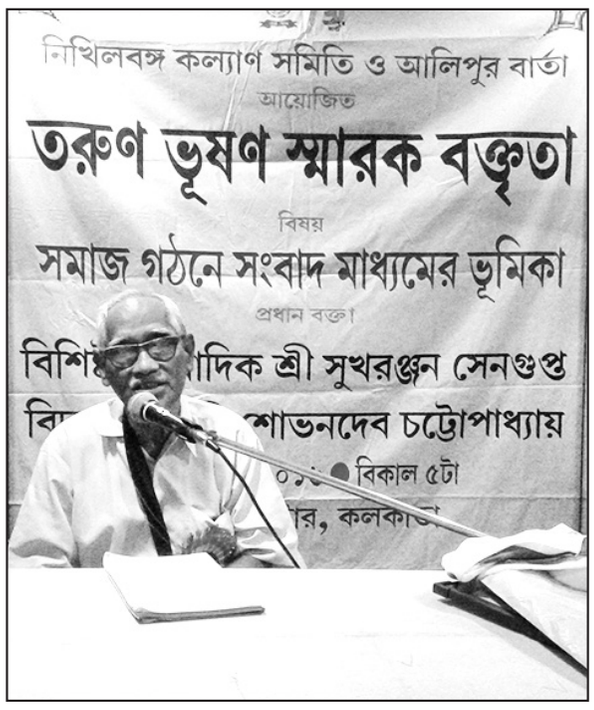

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্যান্টা আর সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত। সবটাই 'স' দিয়ে শুরু বলে নয়, সত্যি সত্যি সাংবাদিক, অকৃতদার অতি সাধারণ সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন সংবাদ জগতের স্যান্টা ক্লজ। যাঁর ঝুলিতে ছিল দীর্ঘ ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার অজস্র 'গিফট' যা তিনি অনায়াসে বেলাতে পারতেন সাংবাদিকদের মধ্যে। এমনই এক সংবাদের অন্নকূটে সামিল হয়েছিলাম আমরা, আলিপুর বার্তার সাংবাদিকরা। ২০১৬ সালের ৫ অক্টোবর আলিপুর বার্তার প্রতিষ্ঠাতা তরুণ ভূষণ গুহর প্রয়াণ দিবসের স্মারক বক্তৃতায় দক্ষিণ কলকাতার তপন থিয়েটার হলে হাজির হয়েছিলেন 'স্যান্টা' সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত। বিষয় ছিল 'সমাজ গঠনে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা।' বয়সের ভারে কিছুটা টলমল, হারিয়েছেন চোখের দৃষ্টিও। অতি যত্নে তরুণ ভূষণ গুহ স্মারক বক্তৃতা মঞ্চে বসিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অন্নকূট। ঝুলি থেকে বার করছেন বাংলার বিগত মুখ্যমন্ত্রী, পত্রিকা সম্পাদকদের কাছ থেকে দেখার ও কাজ করার অভিজ্ঞতা আর তৃপ্ত করছেন সাংবাদিকদের। এক নাগাড়ে শুনিয়ে গেলেন সরকারের নানা সিদ্ধান্তে সংবাদ মাধ্যমের প্রভাবের কথা। কিভাবে সৎ সাংবাদিকতা বদলে দিতে পারে সমাজকে। সমাজের অভিভাবক হিসাবে কিভাবে গড়ে তুলতে হয় নিজেকে। একঘন্টা বক্তৃতার পর যখন থামলেন তখন বোঝা গেল উপস্থিত সাংবাদিকদের কৌতূহলের খিদে মিটে গিয়েছে। ধন্য তারা।

এহেন প্রণম্য সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ৮৫ বছর বয়সে গত ৯ ডিসেম্বর চলে গেলেন মহাপ্রয়াণে। চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঝুলি। আলিপুর বার্তার সকলের পক্ষ থেকে তাঁর পায়ে শতকোটি প্রণাম। প্রার্থনা তাঁর আত্মার শান্তি হোক আর সংবাদজগতে ফিরে আসুক আরও সুখরঞ্জন।

বীরভূম

পরিদর্শনে রাজনগরে অফিসার টিম

অভীক মিত্র : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে পরিচালিত স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম দেখতে গত ৮ই ডিসেম্বর বীরভূম জেলার রাজনগরে এলেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সেক্রেটারি পদ মর্যাদার ২৭জন অফিসার। প্রতিরক্ষা, কৃষি, তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকসহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক থেকে তারা শিক্ষানবিশ হিসাবে রাজনগর ব্লকের মৌলবুনি, গাজি ময়দান, শঙ্করপুর ডাঙ্গালপাড়া ও নিত্যনগর গ্রামের স্বনির্ভর দলের কাজকর্ম দেখেন। বেলা এগারোটায় মৌলবুনি গ্রামে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় স্থানীয় আবাদনগর গ্রামের 'টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে। দিল্লি অফিসার টিমের পক্ষ থেকে রামানুজ দে, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও বর্ণালী খাস্তগির বলেন, 'প্রত্যন্ত অঞ্চল রাজনগরের প্রান্তিক মানুষদের এগিয়ে চলা দেখে আমরা অভিভূত। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

আতশবাজি প্রদর্শন নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার পৌষমেলায় নিষিদ্ধ হলো আতশবাজি প্রর্দশন। এবারের পৌষমেলা ছয়দিনের হবে। ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ১১টা থেকে প্রায় তিন ঘন্টা বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কনফারেন্স হলে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেলা পর্যবেক্ষক সুভাষ দত্ত, মহকুমাশাসক শম্পা হাজরা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বোলপুর) অম্লানকুসুম ঘোষ, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট সম্পাদক অনিল কোনার, সবুজকলি সেন, বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অমিত হাজরা, উপপুরপ্রধান বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ী সহ বিশ্বভারতীর অন্যান্য আধিকারিকরা। সিসিটিভি ক্যামেরা, ওয়াচ টাওয়ার, বিশ্বভারতীর নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক, সাদা পোশাকের পুলিশ থাকবে। শিশুবান্ধব, পরিবেশবান্ধব এইবারের পৌষমেলা হবে।

দুর্ঘটনায় উত্তপ্ত শেওড়াকুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথদুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো শেওড়াকুড়ি। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ৭ই ডিসেম্বর সকালে শেওড়াকুড়ি থেকে দুমকা যাওয়ার রাস্তায় ডাম্পারের পিছনের চাকায় পিষে ঘটনাস্থলে মারা যায় নিজামদ্দিন মিঞা (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। ৩রা ডিসেম্বর দুপুরে দুবরাজপুরের ইসলামপুরে ওভারলোড খড় নিয়ে যাওয়ার সময় ৩৩ হাজার ভোল্টের তারে অগ্নিকান্ড ঘটে যায়। ৩০শে নভেম্বর গোহালিয়ারে গাড়ির ধাক্কায় মারা যায় সূর্যকান্ত চক্রবর্তী। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রহৃত ছাত্র চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ছাত্র। ৬ই ডিসেম্বর টুকলি করার সময় ইংরেজি শিক্ষক শুভাশিস দত্তের হাতে ধরা পড়ে যায় পুরন্দরপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র আকাশ মুখোপাধ্যায়। ইংরেজি শিক্ষক শুভাশিস দত্ত আকাশকে চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে বারেবারে ঢুকে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আকাশ। আহত আকাশকে দেখতে হাসপাতালে যান প্রধান শিক্ষক।

কালীপুরে প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চপ মুড়ি খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ৪ই ডিসেম্বর সকালে এক প্রতিবন্ধী নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো বিবাহিত এক যুবকের বিরুদ্ধে কালীপুর গ্রামে। নাবালিকার বাবা মা দিনমজুর। পুলিশ অভিযুক্ত গণেশ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। ৮ই ডিসেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে অভিযুক্ত যুবকের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। দোষীর শাস্তি দাবি করেছেন রাজ্য প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্য মহন্মদ বদরুজ্জোহা শেখ। ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জোনাইপুর গ্রামের জঙ্গলে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পাড়ুই থানার পুলিশ।

তোলাবাজি নিয়ে কড়া অনুব্রত, প্রহৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ই ডিসেম্বর বিকালে মুরারই পশুহাট ময়দানে দলীয় সভায় তোলাবাজির বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। দলীয় সভায় অনুব্রত মন্ডল বলেন, 'জাজিগ্রাম ও চাতরা অঞ্চলে জোর করে তোলাবাজি হচ্ছে শুনলাম। এরকম করলে ছাড়বো না। পার্টির কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই মানুষজনের কাছ থেকে জোর করে টাকা তোলা হচ্ছে। আইসি সাহেবকে বলবো যদি আমাদের দলের লোক হয়, সাতদিনের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করুন। আমি বুঝে নেবো। জোর করে টাকা তোলা যাবে না। যদি কেউ তোলাবাজদের হয়ে সুপারিশ করে তাকেও গ্রেপ্তার করুন।' সভা সঞ্চালনা করেন রামপুরহাট মহকুমা তৃণমূল পর্যবেক্ষক ত্রিদিব ভট্টাচার্য। অনুব্রত মন্ডলের সভা শেষে মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ বড়শালে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন তৃণমূলের বীরভূম জেলার সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য। ঘুসুকিড়া গ্রামের ফাকা মাঠে রাস্তার উপর খড়ের বোঝা ফেলে গাড়ি থামিয়ে ত্রিদিববাবুর মোবাইল, ৫ হাজার টাকা ছিনতাই করে ৭ – ৮ জন দুস্কৃতী। গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয়। গাড়ির চালককে মারধর করএ দুস্কৃতীরা। রাতেই মুরারই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সাধারন সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য। [ছবি পাঠানো হলো।]

জখম সজারু ও পাইথন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ই ডিসেম্বর সকালে লাভপুরের আবাডাঙ্গা জঙ্গল থেকে জখম অবস্থায় উদ্ধার হলো একটি সজারু। প্রথমে সিউড়ি পশু হাসপাতালে পরে আঘাত গুরুতর থাকায় বর্ধমান পশু হাসপাতালে পাঠানো হয় জখম সজারুটিকে। ধান্যগ্রাম বালিঘাট থেকে ৭ই ডিসেম্বর সকালে উদ্ধার হলো একটি ৯ ফুটের স্ত্রী পাইথন সাপ। বস্তায় ভরে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। সাপটিকে দেখতে উপচে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়।

শৌচাগার নির্মাণে দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণকে কেন্দ্র করে ৭ই ডিসেম্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো আলুন্দা পঞ্চায়েতের পাচঁপাকুরিয়া গ্রাম। গ্রামবাসীদের অভিযোগ হোয়াটসঅ্যাপে দেড় লক্ষ টাকার টেন্ডার ডেকেছে প্রধান শিক্ষক এবং শৌচাগার নির্মাণে নিম্নমানের কাচাঁমাল ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষক এবং ইঞ্জিনিয়ারের সাথে গ্রামবাসীদের ধস্তাধস্তি হবার পর দুইজনকে ভেতরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেয় গ্রামবাসীরা।

সীমান্তবর্তী এলাকা

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে এক পাচারকারীকে আটক করে ১৭টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। ধৃতের নাম ফিরোজ মহম্মদ খান। জানা গিয়েছে ওই বিস্কুটের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এদিন সকালে টহলরত বিএসএফ এর জওয়ানরা পেট্রাপোল লাগোয়া হরিদাসপুর সীমান্ত এলাকায় ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে দেখেন ফিরোজকে। ধাওয়া করে ধরেও ফেলে তারা। একটি প্যাকেটে উদ্ধার হয় ১৭টি সোনার বিস্কুট। সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, বাংলাদেশ ও ভারতের টাকা ও একটি মোবাইল ফোন।

এরপর অভিযুক্তকে পেট্রাপোল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, কড়া নজরদারিতেই এই ধরনের সাফল্য আসতে শুরু করেছে। বিএসএফ সূত্রের খবর, চলতি বছরে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই অসাধু কাজকর্মে এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ একদিকে গভীর নিম্নচাপের বর্ষণ, আর তার উপর নিজেদের জীবন–জীবিকা বন্ধ করে মেতে উঠলেন রক্তদান শিবিরে। শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মৎস্য ব্যবসায়ী আয়োজিত ১৫ তম বর্ষের রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হল ক্যানিং মাছ বাজারে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অর্ঘ্য চৌধুরী, ক্যানিং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আশীষ দাস, এসআই রনজিৎ চক্রবর্তী, ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, মাতলা ১নং ও ২নং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস সহ বিশিষ্টরা। এদিন প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপেক্ষা করে মোট ৭৯ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন বলে জানান ক্যানিং মৎস ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নিতাই দাস। অনুষ্ঠানে ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন ক্যানিং মাছ ব্যবসায়ীরা যাতে করে মাছের বর্জ পদার্থ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে পারে তার জন্য তিনি ডাষ্টবিনের ব্যবস্থা করে দেবেন । ফলে মাছ বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। রক্তদানের পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

কৃষি মেলা

বাপি লাল দে : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দফতরের আয়োজনে হয়ে গেল তিন দিনের জন্যে এক কৃষিমেলা। এই মেলায় বঙ্গ সরকারের কৃষি দফতর, মৎস্য দফতর, প্রাণীসম্পদ দফতর, সেচ দফতর, মাটি, উদ্যান পালন দফতর, কৃষি বিপণন দফতর সহ একাধিক দফতর যোগ দেয়। মেলা শুরু হয় ডিসেম্বরের সাত তারিখ। উদ্বোধন করেন কৃষি আধিকারিক সুভাষ রায়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন হাজির ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বালি জগাছা ব্লকের ঘোষ পাড়া পাল পাড়ার স্পোটিং ক্লাবের ফুটবল খেলার মাঠে এই খেলার আয়োজন করা হয়। মেলার মূল আকর্ষণ কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে ছিল রন্ধন প্রতিযোগিতা, খিচুড়ি বিতরণ, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সফল কৃষকদের পুরস্কৃত করা হয়।

জলপথে নজরদারি

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর, ওপার বাংলার সীমান্তে আলকায়দা ও আনসারউল্লা বাংলা টিমের বেশ কয়েকজন জেহাদি জঙ্গি এ রাজ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় আছে। সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে কয়েকজন জঙ্গি আত্মগোপন করে আছে। সম্প্রতি জেলে বন্দি জঙ্গি মুশার হুঙ্কার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চিন্তা বাড়িয়েছে। রাজ্য সরকার সাগর মেলাকে নিশ্ছিদ্র করতে জল–স্থল ও আকাশ পথে টহলদারির ব্যবস্থা করেছে।

অবাধে চলছে গরু পাচার

প্রথম পাতার পর

এতকিছু সত্ত্বেও স্বরূপনগর ও বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে এখনও অবাধে চলছে গরুপাচার, অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান। এ বিষয়ে স্থানীয় মানুষ সীমান্তরক্ষীবাহিনীর গাফিলতি ও স্থানীয় প্রশাসনের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন। ভৌগোলিক প্রতিকূলতার কারণে ভারত–বাংলাদেশের উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্ত এলাকায় প্রায় চারশোর বেশি কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। যে এলাকার মধ্যে পড়ে স্বরূপনগর বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর সীমান্তও। এখানে সোনাই নদী সীমানা নির্ধারণ করছে। স্বরূপনগরের কৈজুরি, দোবিলা সহ বিভিন্ন জায়গায় এই সোনাই নদীই একটা সরু খালের আকারে ভারত–বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করে। যা নিতান্ত অগভীর।

যেখানে জলের পরিমাণ পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত। সম্প্রতি জঙ্গি ও বেআইনি অস্ত্র কারবারি ধরা পড়লেও এখানে চিত্রের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। তাদের আরও অভিযোগ, এইসব অনুপ্রবেশ ও পাচার প্রক্রিয়ার সাথে বিএসএফ সহ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের মদত রয়েছে। অথচ এই পাচারকারীদের চেঁচামেচিতে গ্রামবাসীরা ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু প্রভাবশালী এইসব পাচারকারীদের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পান না। গ্রামবাসীরা জানান, কয়েকমাস আগেও গরুপাচার রোধে পুলিশ সক্রিয় ছিল। সিভিক ভলান্টিয়াররাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গরু বাজেয়াপ্ত করতেন। সেই ছবিটা এখন বদলে গিয়েছে। রাত নামার সাথে সাথে গোটা এলাকা চলে যায় পাচারকারীদের দখলে। এদিকে সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাতে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলন পড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বিধায়ক বীণা মণ্ডল। তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জায়গায় অভিযোগ জানাবেন বলেও উল্লেখ করেন। পাশাপাশি এই পাচার ও অনুপ্রবেশের সুযোগে রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও নাশকতার আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দা মহল।

আসছে ১৮, কাঁপছে কংগ্রেস

প্রথম পাতার পর

তাঁর রাজনীতি পার্ট টাইমের বা আংশিক সময়ের বলে বিরোধীদের অভিযোগ। মাঝেমধ্যেই তাঁর আমেরিকা বা ইংল্যান্ড–ইউরোপে ঘুরতে যাওয়া এই অভিযোগকে নিঃসন্দেহে অনেকটা হাওয়া দিয়েছে।

এহেন রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস ফের একটা নির্বাচনী বৈতরণীর সামনে পড়েছিল এবার। সেটা ছিল গুজরাট ও হিমাচলপ্রদেশের নির্বাচন। যার মধ্যে গুজরাটের ভোট নিয়ে শুধু এদেশ নয়, সারা বিশ্বের নজর ছিল। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এর আগেও বহুবার তাঁকে লড়াই চালাতে দেখা গিয়েছে। যাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সব জায়গাতেই মোদী তথা গেরুয়া বাহিনীর কাছে রাহুল ও তাঁর কংগ্রেসের অসহায় আত্মসমর্পণের দৃশ্য চোখে পড়েছে। গুজরাট থেকে এই চাকাটা ঘুরবে বলে হঠাৎ করেই রাহুল শিবির দাবি করা শুরু করেছিল। যদিও একে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার মতো কিছু আছে বলে কখনই মনে হয়নি। বরং টিম রাহুলের এই প্রচার অনেকটা টুইটার বা সোশ্যাল সাইটের ঢক্কানিনাদ বলেই মনে করা হচ্ছে। খাতায় কলমে যার অস্তিত্ব সম্ভাবত শূন্য । আর কিছু প্রচারমাধ্যম হঠাৎ করে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে রাহুলকে তোল্লাই দিতে শুরু করেছিল। রাহুল গান্ধির যেটা সবথেকে বড় সমস্যা সেটা হল তাকে কাগুজে বাঘ ছাড়া বাড়তি কিছু মনেই হয় না। তাঁর পক্ষে বিজেপি বা এনডিএ শিবিরে বিশাল কিছু ধাক্কা দেওয়া সম্ভব সেটাও মনে হয় না। এমনিতে গুজরাট মোদী–অমিত শাহের নিজের রাজ্য। তারপর দীর্ঘ ২২ বছর ধরে এখানে পদ্মের শাসন চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বামেদের শাসনের মতোই দীর্ঘায়িত হচ্ছে বিজেপি শাসন।

সেটা আরও ৫ বছর যে বাড়তে চলেছে তা আগেই তুলে ধরেছিল বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রাক–নির্বাচনী সমীক্ষা। তাতে গুজরাটে ক্লিন সুইপ তো বটেই হিমাচলও কংগ্রেসের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। ফলে রাহুলের তরি যে এবারও ডুবতে চলেছে তা বোধহয় না বললেও চলে। তাতেই আরও শিলমোহর পড়েছে বুথ ফেরত সমীক্ষার সবধরণের রিপোর্ট বিজেপির পক্ষে যাওয়ায়। আগামী সোমবার সেটাই হয়তো সরকারিভাবে সামনে আসবে। যদিও একথা ঠিক সমীক্ষার ফল সবসময় অক্ষরে অক্ষরে মেলে না। বিহার বিধানসভা, ২০১৬–র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নিয়ে সমীক্ষার অভিমত কিন্তু আদৌ পুরোপুরি মেলেনি। তবে এগুলোকে ব্যতিক্রম ধরাই ভালো। বিশেষ করে বিহারে নীতিশ–লালুর জয়ের ছবি কোনওভাবেই কোনও সমীক্ষায় উঠে আসেনি। যদিও পশ্চিমবঙ্গে শাসক তৃণমূলের সঙ্গে কং–বাম জোটের জোরদার লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিলেও ঘাসফুল যে সরকার গড়তে চলেছে সে ছবিও পরিস্কার ছিল। আর এবার যেমন পরিস্কার বিজেপির গুজরাট বিজয়।

আই ও ই'র বার্ষিক মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার প্রায় অর্ধশতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান দ্য ইনস্টিটিউট অব এক্সপ্লোরেশন (আই ও ই)'র বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হল পার্ক স্ট্রিটের অদূরে এনসিসি ক্লাব হাউসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে গত ১২ ডিসেম্বর রবিবার ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন প্রজন্মের সভ্য, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষার্থী, অভিযাত্রী, প্রকৃতিপ্রেমী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষের সমাবেশ ঘটে। এনসিসি'র পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম শাখার সহযোগিতায় এই আয়োজনের নাম 'আলিঙ্গন'। ইনস্টিটিউটের দুঃসাহসিক অভিযান, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারিদের এদিন শংসাপত্র ও স্মারক দিয়ে সম্মান জানান হয়।

এবার এই তালিকায় প্রায় দু'শ জনের নাম ছিল বলে ইনস্টিটিউট সূত্রে প্রকাশ। হিমালয়ের পোলোগঙ্কা শৃঙ্গ অভিযাত্রী, রূপিন পাস, রন্টি স্যাডেল, বাগিনী হিমবাহ, রূপকুন্ড (মহিলা) ট্রেকিং সদস্য, চাঁদিপুর–দীঘা, পারাদীপ–কোনারক সমুদ্র সৈকত পদযাত্রী, পুরুলিয়ার মাঠা–অযোধ্যা বনপথে অভিযাত্রী, কলকাতা–তারিণবাড়ি (ওড়িশা)–কলকাতা বাইক ও কার অভিযাত্রী প্রমুখ এদিন সম্মানিত হন। এদিন আন্তর্জাতিক সাইকেল অভিযাত্রী রামপ্রসাদ নস্করকে, দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং

ইনস্টিটিউট এর সেরা টেকনিক্যাল ট্রেনী ত্রিদিব সরকারকে, আই ও ই সাহসিকতা পুরস্কারে রাজেশ শ'কে–ও সম্মান জানান হয়। এছাড়া সুন্দরবন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি ও ইকোলজি এক্সকারশনের সদস্যদেরও শসাপত্র দেওয়া হয়। বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয় পরিবেশকর্মী শোভেন পাইক, তরুণ মহাকাশ গবেষক গৌরব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ভিনরাজ্যে থাকায় গৌরবের বদলে ওঁর মা সম্মান গ্রহণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ইনস্টিটিউট সভাপতি দুর্গাদাস সাহা। পর্বতারোহী তথা ইনস্টিটিউট সদস্য অঞ্জন মিত্র, পরিবেশকর্মী শোভেন পাইক প্রমুখ অতিথি হিসাবে শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেন।

আই ও ই সাধারণ সম্পাদক এম নবী তরফদার, সদস্য অভিজি বাসু সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন।

সদস্য দেবাশিস আচার্য কোস্টাল ট্রেকিং এর স্লাইড দেখান। এদিন অর্ধেন্দু জাটুয়া, সোমা কয়াল মূকাভিনয় করেন। বন্দনা দাসের বাঁশি, সৃজী সাহা, নীরা দাস, শঙ্কর মজুমদারের রবীন্দ্র সঙ্গীত, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বন্দনা গোয়েলের যন্ত্রসঙ্গীত ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

কুলতলিতে নিখরচায় কোচিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের কুলতুলি থানার কালীপুজো থেকে ভাবনা চিন্তা করেছিলেন যে কি ভাবে মেধাবী গরিব ছেলে মেয়েদের বিনা পয়সায় টিউশন করানো যায়। সেদিন ছিল কুলতলি থানার বসে

আঁকো পরতিযোগিতা। বারোটি স্কুলে শিক্ষকরা হাজির হয়েছিলেন। যেমনি চিন্তা করেছিলেন ঠিক তেমন ভাবে কাজ ও করলেন কুলতলি থানার বড়বাবু পার্থ সারথী ঘোষ। শিক্ষকদের নিজের চেম্বারে ডেকে একটি প্রস্তাব রাখলেন যে গ্রামের ছেলে মেয়েরা পড়তে যায় বহু দূর দূরান্তে। যদি শিক্ষকদের সাহায্যে কাছে পিটে একটি টিউশন দেবার ব্যবস্থা করা যায় তাতে কি আপনাদের সাহায্য পেতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে বারোজন শিক্ষক সবাই খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেলেন।

কুলতলি থানার উদ্দ্যোগে ১৩ তারিখে ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলে শুরু হল কোচিং ক্লাস। নাম দেওয়া হয়েছে প্রতিশ্রুতি। এই কোচিং দেওয়া হবে মাধ্যমিকের ছাত্র ছাত্রীদের।

উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর জেলা পুলিশের এসডিপিও অর্ক ব্যানার্জী, জয়নগর ও কুলতলির সিআই শ্যামল চর্কবর্তী ও ১১জন প্রধান শিক্ষক এছাড়া স্কুল ইন্সপেক্টর বরুন দাস , কুলতলি ব্লক সভাপতি গোপাল মাঝি। অতিথিদের আপ্যায়ন করেন কুলতলি থানার ওসি পার্থ সারথী ঘোষ। এদিন বক্তব্য রাখেন শিক্ষক, শ্যামল চর্কবর্তী ও অর্ক ব্যানার্জ্জী সকলেরই বক্তব্য কুলতলি গ্রামের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কুলতলি থানার এই উদ্দ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

অসহায় মূকবধিরদের পাশে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ওরা একতা। ওরা দরিদ্র। ওরা শৃঙ্খল বদ্ধ। ওদের সংসার আছে। আছে ওদের সততা। আছে আত্মীয় পরিজন। নেই শুধু বাক্‌শক্তি। ওদের পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রদত্ত কথা বলতে পারে। ওদের সংখ্যা প্রায় ৬০। চম্পাহাটি, পিয়ালী, ঘোলা, ঘুটিয়ারি শরিফ, তালদি সহ ক্যানিং–এর বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি ওদের। জীবিকার তাগিদে সারা দিন বিভিন্ন কাজকর্ম করে ক্লান্ত শরীরটাকে একটু শান্তি, আনন্দ দিতে গল্পগুজব করার জন্য এমনকি নিজেদের অসুবিধা, সুবিধা, পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য ওরা পরিবার সহ সকলেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় দলবদ্ধ ভাবে মিলিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ষ্টেশনে। ইশারা, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ নেড়ে মনের ভাব প্রকাশ ও ষ্টেশন চত্বরে এমন দলবদ্ধ ভাবে দেখে যাতায়াতের পথে অনেক যাত্রীদের নানান ধরনের মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়। না জেনে সাধারণ যাত্রীরা অনেক সময় মন্তব্য ছুঁড়ে দেন–চ্যাংড়ার দল ষ্টেশনে বসে নাটক করছে। এইসব কটু মন্তব্য ওদেরকে বোঝায় ওদেরই ছোট্ট শিশুরা। এব্যাপারে নিজেরা আলোচনা করে ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাসের কাছে আবেদন জানান যাতে সকলে মিলে যাতে বসে গল্প–গুজব করতে এবং নিজেদের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করেত নির্দিষ্ট একটি ঘর বা জায়গা দেন তাহলে আমরা মূকবধির দলটি উপকৃত হব। মূকবধিরদের এমন দুর্দশার কথা শুনে ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস নিজের উদ্যোগে ক্যানিং ষ্টেশন লাগোয়া একটি বড় ঘরের ব্যবস্থা করে দেন। নতুন বসার জায়গাটি ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাসের কাছ থেকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সকলেই ক্যানিং ষ্টেশন এলাকায় অনেককেই মিষ্টি মুখ করালেন মূকবধীর সুরজিৎ, সুবল, রাজু, জগাই, রবি, বুলা, হীরালালরা। এই মহান উদ্যোগের ব্যাপারে সভাপতি পরেশ রাম দাসের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন ওরা মূকবধীর পরিবার ওরা সমাজের একশ্রেণির মানুষের কাছে উপহাসের পাত্র। ওদের জন্য সামান্য একটি ঘর দিয়েছি। যেখানে ওরা সকলে মিলিত ভাবে বসে গল্প–গুজব করতে পারবে। আগামীদিনে ওদের জন্য বড়মাপের কিছু একটা করার চেষ্টা করব।

জীবনতলায় মরণোত্তর চক্ষুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন–এর উদ্বোধন উপলক্ষে মরণোত্তর চক্ষুদান, ম্যারাথন দৌড় সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফের বাঁশড়া রবীন্দ্র পল্লিতে আয়োজিত প্রথম বর্ষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সঞ্জয় কুমার সরকার, প্রাক্তন আমলা

বিমল চন্দ্র মন্ডল, সাংবাদিক রক্তিম দাশ, বিবেকানন্দ মন্ডল, ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা, হাসীবুর রহমান, কবি উত্তম সরকার সহ বিশিষ্টরা। এদিন পথ পরিক্রমা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মতুয়া মহাসংঘের সম্পাদক সঞ্জয় সরদার। এদিনের অনুষ্ঠানে ১৫ জন ব্যক্তি তাঁরা মরণোত্তর চক্ষুদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হন এবং আগামীদিনে সাধারণ মানুষজন যাতে মরণোত্তর চক্ষুদানে আগ্রহী হয় তার জন্য আবেদন ও জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সম্পাদক বিপ্লব মিস্ত্রী জানান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ যাতে এই চক্ষুদানে আগ্রহী হয় তার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। এসবের পাশাপাশি এদিন পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সাংস্কৃতিক দফতরের পরিচালনায় বাউল সংগীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

উল্টে গেল ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় সড়কের পাশের গর্তে পড়ে উল্টে যায় একটি ট্রাক। ঘটনাটি ঘটে নিশ্চিন্দা থানার সাহেব বাগান এলাকায়। বুধবার রাতে জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশেই ছিল একটি গর্ত। গর্তটি ছিল জঞ্জাল, ঘাস দিয়ে ঢাকা। ফলে দূর থেকে আসা ট্রাকের চালক তা দেখে বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝতে পারেন ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ফলে ট্রাকটি সরাসরি গর্তে পড়ে যায় এবং পুরো অংশই কার্যত গর্তের ভিতরে ঢুকে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় নিশ্চিন্দা থানার ট্রাফিক পুলিশ। টেনে তোলা হয় ট্রাকটিকে। এই ঘটনায় কেউ কোনও রকম আঘাত পান নি। প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটে নি। কিন্তু কি করে জাতীয় সড়কের পাশে এই গর্ত তৈরি হল। কেনই বা গর্ত ভরাট করা হল না তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রশ্ন ওঠার পালা। এলাকাটি রাজচন্দ্রপুর রেল স্টেশনের কাছাকাছি বলে জানা যায়।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু যুগলের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সকাল ৮টার সময় জয়নগর স্টেশন ও বহরুর মাঝখানে অফিস যাত্রীরা দেখে এক যুবক ও যুবতীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে। সঙ্গে সঙ্গে বারুইপুর রেল পুলিশ কে খবর দেয়। রেল পুলিশ এসে মৃতদেহ দুটি কে নিয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে ট্রেনের ধাক্কায় দুজনে প্রাণ হারিয়েছে। এই দুজনের কাছ থেকে পাওয়া যায় তাদের নাম ও পরিচয় পত্র। যুগলের নাম তাপস হালদার (২০) সে জয়নগরের ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাড়ি দক্ষিণ বারাসত। যুবতীর নাম পাওয়া যায় মৌসমী মোদক ওরফে রিম্পি (১৬)। বাড়ি জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া। রিম্পি পড়তো বারাসতের গার্লস হাই স্কুলে। দশম শ্রেনীর ছাত্রী।পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় এদের দুজনের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা ছিলো। কিন্তু বাড়ির লোকজনদের পছন্দ না হওয়ার কারনে এরা দুজনে একসঙ্গে ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।। দুই পরিবারের দাবি আমরা ওদের দুজনের ভাব ভালোবাসার কথা জানতাম না। এরা দুজনে রেল লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় ট্রেন এসে ধাক্কা মেরেছে। এই কারণেই মৃত্যু। এটা একটা দুর্ঘটনা। এই ব্যাপারে পুলিশ তদন্তে নেমেছে যে এটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা।

বিধায়কের সভায় গুলি, জখম সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ তারিখ কুলতলির থানার অধীনে কেল্লায় তৃণমুল যুব কংগ্রেসের ডাকে একটি সভায় যোগ দিতে আসেন বিধায়ক তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শওকত মোল্লা। এরপর বিকাল ৫–৩০ নাগাদ সভা শেষ হবার পর রব ওঠে কেউ বোমা গুলি নিয়ে তেড়ে আসছে মোটরবাইকে চেপে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সদস্যরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায় শূন্যে। গন্ডগোলটি বাধে মূল তৃণমূলের সঙ্গে যুব তৃণমূলের। সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিল কুলতলি থানার এসআই প্রবীর দাস সহ কিছু এএসআই ও সিভিক ভলেন্টিয়ারেরা। গুলি হঠাৎ করে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার আবুল সায়র সর্দারের (৩১) ডান কনুইতে এসে লাগে। তাকে ভর্তি করা হয় জামতলা হাসপাতাসলে। এরপর চিকিৎসকরা বিপদের আশঙ্কা বুঝে রেফার করে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। কিন্তু প্রবীরবাবু তাকে তড়িঘড়ি পাঠান আরএন টেগোর হাসপাতালে। এরপর অস্ত্রোপচার করে তাকে বিপদমুক্ত করা হয়। প্রবীরবাবু বলেন, গত ৮–১০ তারিখ পর্যন্ত হাসপাতেলে থেকে বুঝলাম মারাত্মক রকম যখম হয়েছে আবুলের। সু চিকিৎসকদের টিম কাজ করে কিছুটা আয়ত্বের মধ্যে আনতে পেরেছে। ডাক্তারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থপেডিক, প্লাসটিক সার্জারি, অ্যানেথেসিয়া ও ডাঃ এ, চর্কবর্তী ও ডাঃ এস, ইউ, সিং। সূত্রের খবর– চারটি মোটরবাইকে চেপে এসেছিলো বোমা গুলি নিয়ে। দুজন পালিয়ে যায় আর দুটি বাইক ধরা পরে। কুলতলী থানা তদন্ত চালাচ্ছে। মোটরবাইকের মালিক কে বা কারা এই বাইক চালিয়ে এসেছিলো সেদিন।

কুলতলিতে ফের তৃণমূলে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ– দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আবার তৃণমূলের ভাঙন ধরল। রবিবার দুপুরে জেলার কুলতলি ব্লকের ডোঙাজোড়া সুন্দরবন মার্কেটে এক কর্মিসভার মাধ্যমে মেরিগঞ্জ ২নং অঞ্চল থেকে আসা প্রায় ১৫০ তৃণমুল কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগ দেন। এদিন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলা সম্পাদক উত্তম হালদার। সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে অজয় দেয়াসী, গৌতম নস্করর‍া জানান, তৃণমূলের মধ্যে চলছে ক্ষমতা দখলের লড়াই, উন্নয়নের নামে চলছে প্রহসন। ৩৪ বছরের বাম সরকারের থেকেও ভয়ংকর, দলের মধ্যে থেকে কিছু বলার বা প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই, যার জন্য আমরা ভুল বুঝতে পেরে দেরি হলেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। অন্যদিকে বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলা সম্পাদক উত্তম হালদার বলেন, জেলায় যেভাবে গেরুয়া ঝড় শুরু হয়েছে আগামীদিনে তা বিরাট আকার ধারণ করবে। কেউই আটকাতে পারবে না।

ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভরসন্ধ্যায় ডাকাতি করতে আসা ডাকাতদের বাধা দিয়ে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা। আহত মহিলা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার উত্তর অঙ্গদ বেড়িয়ার কলেজ হাটে। এদিন রাজ্জাক তরফদার নামে কলেজ হাটের এক ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে ৪৫ হাজার টাকা তুলে এনে সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ দোকান খুললে আচমকা জনা ১৫ ডাকাত ঢুকে তাণ্ডব চালায়। ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে জাহানারা তরফদার নামে এক মহিলাকে বন্দুক দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। ডাকাতদের মারে আহত হন দোকান মালিক রাজ্জাক তরফদার ও তাঁর ভাই সাবীর তরফদার। ঘটনাস্থলে থেকে ডাকাতরা ৪৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলে ও হাফিজুল লস্কর নামে এক ডাকাতকে ধরে ফেলে জনতা। ক্যানিং থানার পুলিশ ডাকাতটিকে গ্রেফতার করেছে।

১ টাকার ছোট কয়েন নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতার অশান্তি

কল্যাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি: নোট বাতিল ঘোষণার আগে কয়েন নিয়ে বাসে, অটোরিক্সাতে যাত্রীদের সাথে তুমুল ঝগড়া লেগে যেত।এমনকি অটোর চালকের উত্তেজনার বশে কোন যাত্রীর নাক ফাটিয়ে দেবার ঘটনাও আমরা সংবাদপত্রের পাতায় দেখেছি।বিমুদ্রাকরণের পরবর্ত্তী পর্যায়ে অন্য চিত্র দেখা গেছে।সমাজের প্রতিষ্ঠিত অথচ কালো টাকার মালিক যারা দীর্ঘদিন ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কালো টাকার সম্পদ রক্ষা করার জন্য নামে,বেনামে তার সাথে একশ্রেণীর অসাধু ব্যাঙ্ক অফিসারের যোগসাজশে দিব্যি সাদা করে নিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিমুদ্রাকরণের প্রভাবে সাধারণ মানুষের নানাবিধ দুর্ভোগের জন্য দায়ী করে বিরোধীদের রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা চলেছে।প্রথমদিকে সাধারণ মানুষকে ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুলতে গেলে একগাদা কয়েন ব্যাগে করে নিয়ে আসতে হয়েছে এবং প্রতিদিন ঝগড়াঝাটি আর সংগ্রাম করে দোকানে গিয়ে কেনা বেচা করতে হয়েছে।মানুষের এখন অসীম সহ্য ক্ষমতা।রাজনৈতিক নেতাদের বচন যেমন গা সওয়া হয়ে গেছে।তেমনিভাবে কোন সরকারী উদ্যোগ ছাড়া বাজারে আসা অতিরিক্ত কয়েন সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে নিচ্ছে।এখন ট্রামে,বাসে, অটোরিক্সায় চাপলে বা দোকানে কয়েন দিলে সকলে হাসিমুখে গ্রহণ করে। কিন্তু এই সমস্যা যেন কল্যাণী শহরে মিটবার নয়। কে বা কারা রটিয়ে দিয়েছে ছোট এক টাকার কয়েন বাজারে চলবে না। দোকানে বাজারে সহজে ক্রেতা,বিক্রেতা ১ টাকার কয়েন আর নিতে চাইছে না। বাসে যাতায়াতের সময় অসুবিধা না হলেও,ম্যাজিক গাড়ি, চায়ের দোকানে, কাগজের হকারের কাছে খুচরো ১ টাকার ছোট কয়েন জিনিসের দাম হিসাবে দিতে গেলে হাঁ হাঁ করে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। যেন খুচরো হিসাবে ছোট ১ টাকার কয়েন দেওয়া অপরাধ। ম্যাজিক গাড়িগুলো আবার আজব নিয়ম চালু করেছে। নিজেরা ১ টাকার কয়েন নেবে না আর যাত্রীকে দেবার সময় ১ টাকার বড় কয়েনের সাথে ১ টাকার ছোট কয়েন দিব্যি চালিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। অদ্ভুত কারণে ছোট ১ টাকার কয়েন যেন কল্যাণী শহরে নিষিদ্ধ। কাউকে কিছু বলা যাবেনা। সবই চেনা মুখ।অগত্যা একগাদা খুচরো পয়সা যাতে না জমে সে ব্যাপারে সতর্ক হতে হচ্ছে।৩ টাকা বা ৭ টাকা মূল্যের জিনিসপত্র কিভাবে লেনদেন হবে?সবসময় বেশ কিছু ১ টাকার কয়েন জমে গেলে কলকাতায় গিয়ে সদগতি করা সব সময় সম্ভব নয়। এদিকে ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে ১ টাকার ছোট কয়েন দিলে ব্যাঙ্কের ক্যাশ কাউন্টারে মুখ ব্যাজার করে। না হলে ব্যঙ্কের কর্মচারিরা জ্ঞান দিয়ে দেয়। কল্যাণীর ছোট ১ টাকার কয়েন না নেবার ব্যাপারে সব স্তরে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। হয়ত জনসচেতনার মধ্যে এই ব্যবস্থা কিছুটা কমতে পারে। নাহলে দোকানগুলি যারা এই ধরণের ব্যবস্থা নিজেরা চালু করেছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

সাংবাদিক নিগ্রহ

আলিপুর বার্তার গত ৯ ডিসেম্বর 'রাস্তা তৈরিতে ব্যাঘাত' শিরোনামে সংবাদের ভিত্তিতে ১১ ডিসেম্বর সাংবাদিক অমিয় কুমার অধিকারী উলুবেড়িয়া থানার হিরাগঞ্জ গ্রামে নিগৃহীত হন। বরিষ্ঠ সাংবাদিককে টানা–হ্যাঁচড়া, সাইকেল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি, তিনজন মদ্যপ আক্রমণ করে বলে পত্রিকার দফতর সংবাদ পায়।

সুন্দরবন দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার সকালে সুন্দরবনকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ে পালিত হল সুন্দরবন দিবস। এদিন অনুষ্ঠানে ১৫ জন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহকারী সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ক্ষিতীশ বিশাল, শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্য, ক্যানিং ১ নং বিডিও নীলাদ্রিশেখর দে, ক্যানিং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আশিস দাস সহ বিশিষ্টরা।

পণের দাবিতে গৃহবধূ খুন, গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ এক গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার দক্ষিণ তালদি গ্রামে। মৃত গৃহবধুর নাম মনীষা দাস(১৯) মৃত বধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ শ্বাসরোধ করে মনীষা কে খুন করেছে শ্বশুর বাড়ির লোকজন। একাধিকবার পণের টাকার জন্য মনীষাকে চাপ সৃষ্টি করা হত বলে অভিযোগ। আগেও বাপের বাড়ি থেকে মনীষা ৪০ হাজার টাকা এনে দিয়েছিল। কিন্তু তাতেও কমেনি অত্যাচারের মাত্রা। আরো টাকার দাবিতে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতো শ্বশুর বাড়ির লোকজন। আর বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে অস্বীকার করার কারণে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে মনীষার বাপের বাড়ির লোকেদের অভিযোগ। যদিও শ্বশুর বাড়ির লোকেদের দাবি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ওই গৃহবধূ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছেন। মৃত বধূর বাপের বাড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাত্র ৭ মাস আগেই প্রেম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েই দক্ষিণ তালদির শশীকান্ত দাসকে বিয়ে করেছিল বারুইপুর থানার সাউথ গড়িয়ার বাসিন্দা মনীষা। বিয়ের পর প্রথমে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা মেনে নিতে না চাইলেও কয়েক মাস আগে তাদের মেনে নেয়। দক্ষিণ তালদিতে শশীকান্ত দাসের বাড়িতে গৃহবধূর মর্যাদা পায় মনীষা। বাড়ির বড় বউ হিসাবে মেনে নিলে ও পণের টাকার জন্য প্রতিদিনই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করে মনীষার উপর। শ্বশুর বাড়ির চাপে পড়ে বাপের বাড়ি থেকে ৪০ হাজার টাকা এনে দিলে ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে কিন্তু কমেনি। এরই মধ্যে মনীষা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে অত্যচারের মাত্রা আরো বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। অবশেষে বুধবার সন্ধ্যায় মনীষার শরীর খারাপ বলে তার বাপের বাড়িতে ফোন করে জানায় শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। মনীষার পরিবারের লোকেরা দক্ষিণ তালদি গ্রামে এসে দেখেন মনীষার মৃত্যু হয়েছে। এরপরই মনীষার বাপের বাড়ির লোকজন স্বামী, শ্বশুর ,শাশুড়ি সহ চার জনের নামে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মনীষার স্বামী শশীকান্ত দাস,শ্বশুর স্বপন দাস,শাশুড়ি লক্ষী দাসকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জিএসটি নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: জিএসটি আসুক এটা আমরা আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছিলাম। কিন্তু যে কারণে বলেছিলাম জিএসটি আসুক, তা মানছে না কেন্দ্রীয় সরকার।

পরিকল্পনাহীন একতরফাভাবে জিএসটি প্রয়োগের ফলে ক্ষুদ্র–মাঝারি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কর্মচ্যুত হচ্ছে।নতুন শিল্প বৃদ্ধি পাচ্ছে না।এতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর প্রতিবাদ চলছে। তাই সরকারের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

এদিন গুডস্ এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স(জিএসটি) নিয়ে ন্যাশনাল সেমিনারে এই বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া রাজা প্যারিমোহন কলেজের শতবার্ষিকী হলে দুদিনের সেমিনার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রথমদিন জিএসটির উপর বলেন, রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়,প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় দিন থাকবেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।এক দেশ এক কর ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এই ধরনের সেমিনার এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরপাড়া কলেজে।

আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর,সারা ভারত মোদি এফেক্টে ত্রাহি ত্রাহি রব,গুজরাট তার থেকে যদি বাদ যায় সেটা আশ্চর্য জনক ঘটনা হবে। যেভাবে দেশকে চালানো হচ্ছে,ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে ভাগ করা হচ্ছে,দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে, নষ্ট করা হচ্ছে,তার একটা ইঙ্গিত সারা ভারতবর্ষে পড়ছে গুজরাট তার থেকে বাদ যাবে কেন? যেভাবে দেশকে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে তা দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হচ্ছে। নারকীয় ঘটনা,,রাজস্থানে যেটা ঘটে তার কঠোর শাস্তির দাবি করেন শিক্ষা মন্ত্রী।

আলফ্রেড নোবেলের ১২১তম প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ১০ ডিসেম্বর পৃথিবী বিখ্যাত মহান ব্যক্তি আলফ্রেড নোবেল –এর মৃত্যু দিবস। যাঁর জন্য এই পৃথিবীতে নোবেল পুরস্কারের প্রচলন। পৃথিবীর বৃহত্তম পুরস্কার নোবেল তাঁরই নামে। উল্লেখ্য এই পৃথিবী নোবেলের থেকে সম্মানজনক পুরস্কার আর একটিও নেই। তাই প্রতিবছর সারা বিশ্ব অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে এবার কে পাচ্ছেন নোবেল? কিসের জন্য?

১৮৩৩ সালে ২১ অক্টোবর সুইডেনের ষ্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন আলফ্রেড নোবেল। জীবনে পড়াশোনা এবং কাজের জন্য নানান দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, কেমিষ্ট ও বিখ্যাত দার্শনিক। আলফ্রেড নোবেলের বাবা ইমানুয়েল নোবেল ছিলেন একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। ৮ ভাই বোনের মধ্যে আলফ্রেড নোবেল ছিলেন চতুর্থ। পরে ষ্টকহোম থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গে চলে যান নোবেল পরিবার। সেখানেই ইমানুয়েল নোবেল মেশিন ও বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবসা শুরু করেন। বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে ছোটবেলা থেকেই পরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন আলফ্রেড। ১৮৬৪ সালে আলফ্রেডের বয়স যখন ২৯ সেই সময় তাঁদের কারখানায় মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে মারা যান ৫ জন। বিস্ফোরণে মৃতের তালিকায় ছিলেন আলফ্রেডের ভাই! এতবড় দুর্ঘটনার পরও বিস্ফোরক নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন আলফ্রেড। অবশেষে তৈরি করে ফেললেন নোবেলস্ সেফটি পাউডার। পরে অবশ্য নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করেন ডিনামাইট। এরপর আরও ৩৫০ পেটেন্ট নিজের নামে করেন আলফ্রেড নোবেল! তারপর বিস্ফোরক বিক্রি করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন। সধারণ লোকে তাঁকে মৃত্যুর ব্যবসায়ী বলে জানতেন এবং চিনতেন। ১৮৮৮ সালে ফ্রান্সে থাকাকালীন আলফ্রেডের আর এক ভাইয়ের মৃত্যু হয়। সংবাদপত্রে ভাইয়ের মৃত্যুর পরিবর্তে ভুল করে আলফ্রেডের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশিত হয়। আর সংবাদপত্রের হেডলাইন ছিল মারা গেলেন মৃত্যুর ব্যবসায়ী! সংবাদ দেখে আলফ্রেড নোবেলের চোখ দিয়ে নেমে আসে একরাশ অশ্রু। পরে চিন্তাভাবনা করে ঠিক করলেন একটু অন্যরকম করতে হবে। তাই তিনি নিজের ২৫০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার রেখে যান নোবেল পুরস্কারের জন্য। তিনি মারা যান ১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর। মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৯০১ সালে শুরু হয় নোবেল পুরস্কার প্রচলন। যা আজ অবধি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং বৃহ পুরস্কার।

আজ মহানতম ব্যক্তিত্ব আলফ্রেড নোবেলের ১২১ তম মহাপ্রয়াণ দিবসে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ।

মহানগরে

বাম প্রতিনিধিদের টোপ গিললো তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাম পুর প্রতিনিধিদের সুগন্ধি সুস্বাদু টোপ শাসক তৃণমূলের নামকরা চতুর পুরপ্রতিনিধিরা একরকম গিলতে বাধ্য হলেন। প্রথমবারেই নয়, বাম পুরপ্রতিনিধিরা চলতি বর্ষে দু'তিনবার সুগন্ধি চার ছড়িয়ে বছরের শেষ পুর অধিবেশনে তৃণমূল পুর প্রতিনিধিদের টোপ গেলালো। এক বরিষ্ঠ অভিজ্ঞ বাম পুরপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, ঐতিহাসিক সভাঘরে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি, স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদতলে মাসের পর মাস শুধু কী বিরোধী পুরপ্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ণ পুর অধিবেশনে একাধিক প্রশ্ন–প্রস্তাব তুলবে আর তৃণমূলের ১২১ জন প্রতিনিধি শুধু কী টেবিল পেটাতে চাপড়াতে চিৎকার করতে আর বিরোধী পুরপ্রতিনিধিদের কথায় টিপ্পনি কাটতে এবং হাজিরা খাতায় সহি করাতে উপস্থিত থাকবেন। ওই বাম পুরপ্রতিনিধির আরও বক্তব্য, তৃণমূলীরা যদি কলকাতা মহানগরীকে লন্ডনই বানিয়ে ফেলে থাকে, তাহলে তো লন্ডন সম্পর্কিত দু'–চারটি প্রশ্ন–প্রস্তাব তো তৃণমূলী পুর প্রতিনিধিরা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনগুলিতে রাখতেই পারেন। কিছুই নয়, শুধু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শেষ শীতকালীন অধিবেশনটির দিকে একটু চোখ রাখুন, দেখবেন তৃণমূলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার দক্ষ মন্ত্রীরাও তৃণমূলী প্রবীণ অভিজ্ঞ বিধায়কদের একাধিক নির্দিষ্ট প্রশ্ন বাণে নাস্তানাবুদ হয়েছেন। একটা সময় তো তৃণমূল বিধায়কদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চতুরমন্ত্রীদেরও কথার খেই হারিয়ে যায়। ফলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বকুনি শুনতে হয়। আর এখানের শতাধিক তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধিরা শুধু বেলা একটা বা তারও বহু পরে অধিবেশনে উপস্থিত থেকে আসন অলঙ্কৃত করা আর তিনটে বাজতে না বাজতে পার্টি অফিসের দিকে পা বাড়ানো এটাই করেছেন রুটিন।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বরের পুর অধিবেশনটি ছিল শেষ ন'মাসের পুর অধিবেশনের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম। ওই অধিবেশনে প্রশ্নপত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মোট ১৭টি প্রশ্ন কারা রেখেছেন? বিজেপির মীনাদেবী পুরোহিতের প্রশ্ন সংখ্যা দু'টি, সিপিএমের রত্না রায় মজুমদারের প্রশ্ন সংখ্যা দু'টি, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর প্রশ্ন সংখ্যা দু'টি, চয়ন ভট্টাচার্যের প্রশ্ন সংখ্যা দু'টি, নন্দিতা রায়ের প্রশ্ন সংখ্যা দু'টি, রিঙ্কু নস্করের একটি, অন্নপূর্ণা দাসের একটি, সিপিআইয়ের মধুছন্দা দেবের দু'টি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের একটি এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ উপাধ্যায়ের দু'টি। আর চারটি প্রস্তাবের মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও চয়ন ভট্টাচার্যের একটি করে আর দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের দু'টি। তৃণমূলের ১২১ জন পুরপ্রতিনিধির মধ্যে অধ্যক্ষা, মেয়র, ডেপুটি মেয়র, ১২ জন মেয়র পারিষদ বাদে বাকি ১০৬ জন পুর প্রতিনিধির কোনও প্রশ্ন কোনও প্রস্তাব নেই। কারণ শোভনবাবুর নেতৃত্বে তৃণমূলী পুর প্রশাসন এযাবৎ কালের সেরা পুর প্রশাসন। অতএব, এখানে কোনও প্রশ্ন প্রস্তাব থাকতে পারে না। ব্যতিক্রম বলতে ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধি ও ১০ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ তপন দাশগুপ্ত মাঝে মধ্যে 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' (এসএএফ) নিয়ে একটি আধটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রস্তাব রাখেন। কালেভদ্রে প্রশ্ন–প্রস্তাব রাখেন ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের নবীন পুরপ্রতিনিধি অরুণ চক্রবর্তী। ব্যস বাকি শতাধিক তৃণমূল পুর প্রতিনিধির কোনও প্রশ্ন বা প্রস্তাব নেই। ওয়ার্ডের সমস্ত কাজ মসৃণভাবে চলছে। অনেকের তো আবার অধিবেশন উপস্থিত থাকার সময়ও হয়ে ওঠে না। তাদের বক্তব্য, ওয়ার্ডে ১৮ ঘন্টা ডিউটি দিতে গিয়ে অধিবেশনে সময় দেওয়া আর হয়ে ওঠে না।

এমন অবস্থায় ঐতিহাসিক অধিবেশন চালানোর দায় কী শুধু প্রকাশ উপাধ্যায়, রত্না রায় মজুমদার ও বিজেপি–র তিস্তা বিশ্বাসকেই নিতে হবে। বামপন্থী পুরপ্রতিনিধিরা বেশ কয়েকমাস ধরে এ অবস্থা লক্ষ্য করে ডিসেম্বরের পুর অধিবেশনে প্রশ্ন প্রস্তাব করা থেকেই বিরত থাকেন। ফলস্বরূপ, গত ১৩ ডিসেম্বরের অধিবেশন দুপুর ১টা ৫ মিনিট থেকে ১টা ২৭ মিনিটেই জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শেষ। দু'টি শোকপ্রস্তাব পাঠ, দু'টি অনুষ্ঠানের চিঠি বিলির কথা এবং প্রকাশবাবুর একটি প্রশ্ন ও একটি প্রস্তাব এবং ১৬টি 'আইটেম' মাত্র ২৩ মিনিটেই পুর অধিবেশন শেষ। ফলে গুঞ্জন ছোটে পদস্থ আধিকারিকদের কথাবার্তায়। তাদের বক্তব্য, পুর অধিবেশনে সাধারণত বিরোধী পুর প্রতিনিধিরা বেশি বেশি প্রশ্ন–প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু আরও উন্নত পুর প্রশাসন চালাতে তৃণমূলী অভিজ্ঞ পুর প্রতিনিধিদের প্রস্তাবও জমা দিতে হবে। নাকি মেয়র পারিষদ ও আধিকারিকরাই সব কাজ করে দেবেন। এমন পরিস্থিতিতে তৃণমূলী পুর প্রতিনিধিদের মনে ভাবনা ঢুকেছে, মাসিক পুর অধিবেশন অন্তত এক থেকে দেড় ঘন্টা চালাতে তৃণমূলী পুর প্রতিনিধিদেরও প্রশ্ন–প্রস্তাব পুর অধিবেশনে করতে হবে। এদিকে বাম পুরপ্রতিনিধিরা 'মাননীয়া অধ্যক্ষা, আমাদেরও বলতে দিন।' বলে যে অভিযোগ তুলেছেন, তাকে ভিত্তিহীন জানিয়ে পুর অধ্যক্ষা মালা রায় সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনারা প্রতিমাসের মাইনিউটস অফ দি প্রসিডিংস গুলির দিকে লক্ষ্য করলেই বামেদের অভিযোগ কতটা ত্রুটিপূর্ণ সেটা বুঝতে পারবেন।'

পুলিশ ও সাংবাদিক পরস্পরের বন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : বর্তমান সংবাদমাধ্যম জগতে যে সমস্ত সাংবাদিক পুলিশ বিটের দায়িত্বে থাকেন তাদের যেমন কোনও সংবাদ সংগ্রহে পুলিশ বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য জানান প্রয়োজনে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় গড়তে হয়। বিপরীতে ঠিক তেমনই পুলিশ বিভাগের কর্তাব্যক্তিরাও কোনও খবরাখবর শহরবাসী বা রাজ্যবাসীকে জানানোর প্রয়োজনে 'প্রেস মিট' ডাকেন। আসলে পুলিশ বিভাগ ও সংবাদ মাধ্যমের পুলিশ বিটের সাংবাদিকদের এক ওতপ্রোত সম্পর্ক গড়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। আর তা যদি গড়ে না ওঠে তাহলে সংবাদ আদানপ্রদানে ব্যাঘাত ঘটতে বাধ্য। এই ভাবনাকে স্মরণে রেখে এবং বেশ কিছু দৃষ্টান্তমূলক সংবাদ সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকায় বেহালাস্থিত 'বাংলা রিপোটার্স গিল্ডে'র পক্ষ থেকে সম্প্রতি বেহালা পুলিশ স্টেশনের অফিসার–ইন–চার্জ (ওসি) উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত অফিসার–ইন–চার্জ শিবশঙ্কর রায়, নবগঠিত হরিদেবপুর পুলিশ স্টেশনের অফিসার–ইন–চার্জ দেবতোষ বসাক এবং জেমস লঙ সরণি ট্রাফিক গার্ডের অফিসার–ইন–চার্জ কাঞ্চন কুমার মন্ডলকে 'সেরা বাংলা সম্মান–২০১৭' সম্মানে সম্মানিত করা হয়। ওই সম্মাননীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের সভাপতি অরুণ কুমার এবং বেহালার বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ। সম্মাননীয় পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য, যে কোনও সহযোগিতায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পুলিশ বিভাগ সদাতৎপর। বিপদে–আপদে পুলিশ সকলের পাশে থাকে। আর সাংবাদিক ও পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু স্বজন। একে অপরের পরিপূরক। পাঠকের দরবারে সংবাদটি পৌঁছে দিতে সাংবাদিকদের যেমন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। পুলিশদেরও তেমন ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হয়। তাই পুলিশ ও সাংবাদিক একে অপরের পরিপূরক।

বেহালা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২৫তম বর্ষের বড়িশা সর্বজনীন শ্রীশ্রী চণ্ডী পূজা ও মেলার পর এবার 'মন্দির সংলগ্ন খেলা মাঠে ১৫–২৪ ডিসেম্বর চলছে 'বেহালা বইমেলা'। 'বেহালা বইমেলা সম্মলনী' আয়োজিত ২০তম বর্ষের এই মেলা উৎসর্গীত হয়েছে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ২০০ বছর (১৭১৭–২০১৭) ও যশস্বী কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনকালকে।

ভুল সংশোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সংখ্যায় আলিপুর বার্তার প্রথম পাতার একটি সংবাদে আলোকিত করা হয়েছিল গীতিকার মোহিনী চৌধুরীকে। গায়ের রোম খাঁড়া করে দেওয়া তাঁর দেশাত্ববোধক গানগুলি আজও আবালবৃদ্ধবণিতাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু ভুলবশত এই লেখার সঙ্গে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে তা আরেক প্রবাদপ্রতীম সঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র। আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য অবশ্যই মার্জনা চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু একইসঙ্গে বিভিন্ন জনপ্রিয় তথ্যানুসন্ধান সাইটে কি করে ভুল ছবি পরিবেশিত হচ্ছে তাও পাঠকের নজরে আনা হচ্ছে।

১৫ ডিসেম্বর উত্তম মঞ্চে কলকাতা পুরসভার শিক্ষাবিভাগ এক অনুষ্ঠানে কেএমসিপি বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের সোয়েটার, টিফিন বক্স ও জলের বোতল বিতরণ করা হয়। উদ্বোধন করেন মহানাগরিক শোভন চ্যাটার্জী, প্রধান অতিথি ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, যুগ্ম সচেতক রত্না সুর, বৈশ্বানর চ্যাটার্জী, সহ অন্যান্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন শিক্ষার মেয়রপারিষদ অভিজিৎ মুখার্জী।

মাঙ্গলিকী

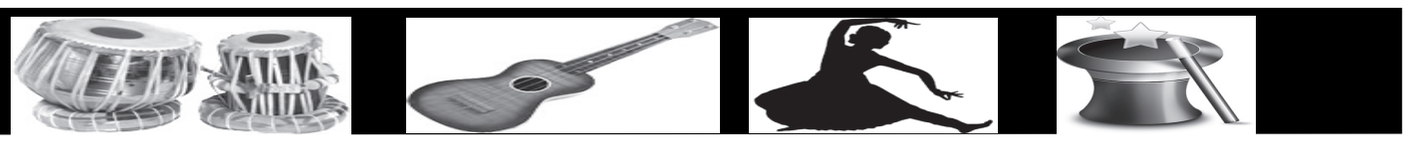

‘হে নূতন দেখা দিক আরবার’ সমৃদ্ধ সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ই নভেম্বর কুঁদঘাটে অবস্থিত রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সভা এক অন্য মাত্রা পেল। এদিন ছিল সংগঠনের স্থায়ী সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার জন্ম মাস পালন। তাঁকে আগে কিছু না জানিয়ে সংগঠনের কর্ণধারেরা তথা উদয় চক্রবর্তী, সৌরীণ চ্যাটার্জি, নিমাই মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, চয়ন ব্যানার্জী সাথে কল্পনা বিশ্বাস কুণ্ডু, গীতা অধিকারী, সুব্রত ভদ্র প্রমুখ এই অভিনব উষ্ণ (পারিবারিক) অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করেন। তবে সবার আগে ছিল শিবানী দত্তর যথাযথ শুভারম্ভের সঙ্গীত পরিবেশন (‘ওরে আমার মন’)। অবশ্য তারও আগে সভার সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী সকলকে স্বাগতঃ জানান দুমাস পরের এদিনের আসরে (অক্টোবর ছিল ধর্মীয় উৎসবের মাস, তাই ওই মাসে আসর করা যায়নি)। এরপরেই ছিল সভাপতির ভাষণ। তিনি তাঁর ভাষণে নভেম্বরের রুশ বিপ্লব, হেমন্তের বৈচিত্র, মার্গ শীর্ষ মাস, নবান্নের মাস, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মাসের কথাই বললেন তাঁর অসাধারণ সহজ, সরল ভাষণে সকলের হৃদয় ছুঁয়ে।

এরপর ছিল কিছু জনের স্বরচিত কবিতা পাঠ, সঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতি। আর এরপরেই ছিল সভাপতিকে অবাক করে দিয়ে তাঁর জন্মমাস পালনের পর্ব। কবির হাতে তুলে দেওয়া হল পুষ্প স্তবক, গলায় পরানো হল উত্তরীয়, হাতে উপহার (একটি চকোলেটও পেলেন!), সকলে উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ করতালি দিয়ে কবিকে যথাযত সম্মান জানালেন, মুহূর্তটিকে নিজের নিজের মনের ফ্রেমে বেঁধে রাখলেন— কবি পৌঁছালেন ৮০-র কোঠায় কিন্তু তাতে কি? ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে বার্ধক্য কবিকে না শরীরের দিকে দিয়ে না মনের দিক দিয়ে ছুঁতে পেরেছে (এর জন্যে অবশ্যই পূর্ণ কৃতিত্ব প্রাপ্য কবি পত্নী শ্রদ্ধেয়া সুমিত্রা হাজরার)।

এই পর্বে কবি জন্মমাস পালন নিয়ে কিছু কৌতূকপূর্ণ উপভোগ্য মন্তব্যও করলেন। পরে স্মৃতিচারণা করলেন তাঁর পূর্ব বাংলায় ‘মাটির কাছে থেকে’ বড় হয়ে ওঠার দিনগুলির কথা। তাঁর ‘জন্মদিন প্রতিদিন’ কবিতার ১টি পংক্তিও শোনালেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে সকলের অনুরোধে পাঠ করলেন তাঁর একটি কবিতা (ছোটদের জন্য লেখা) ‘কাল যদি ছুটি হয়’ কবিতাটি সকলকে যেন মনে মনে স্কুলের জীবনেই ফিরিয়ে নিয়ে গেল... এদিন বিভিন্ন জন শ্রদ্ধেয় সভাপতিকে ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধা জানালেন কবিরই বিভিন্ন কবিতা পাঠ করে। তার জন্মমাস পালন মানে কি কেক কাটা হবে না? অবশ্যই তাও হল! বিরাট কেক কাটলেন শ্রদ্ধেয় কবি আবার তাঁর সাথে ছুরি ধরলেন সভায় উপস্থিত আরও কিছু কবি, লেখক যাঁদের জন্মমাসও হল ন-ভে-ম্ব-র!

(এই প্রতিবেদক আগে জানলে কোর্টে এফিডেভিট করে তাঁর জন্মমাস এপ্রিল থেকে নভেম্বর করে নিতেন!)— শেষ পর্বে চলতে লাগল কবিতা, গল্পপাঠ, সঙ্গীত, নিবন্ধ পাঠ আসর হল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর...

দুঃখ : শ্রদ্ধেয় রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা পাঠের পরেই ডাক পড়ে দেবযানী চক্রবর্তীর কিছু শোনাবার জন্যে। তিনি শোনালেন স্বরচিত ভালো গল্প ‘লাভক্ষতি’। তবে তার আগে রত্নেশ্বর হাজরার পরেই তাঁর কিছু পড়ায় ডাক যে মনে সংকোচ জাগায় (একদম ঠিক কথা), তার উদাহরণ হিসাবে বলা কথা, ‘হেমন্ত মুখার্জি’র পরে আসরে পিন্টু ভট্টাচার্য্যকে ডাকলে যেমন হয়,’ তা খুবই দুঃখজনক ভুল উদাহরণ.. অভিনন্দন : এদিন আসরে পোর্টেবল মাইক সেটের ব্যবস্থা করার জন্য অভিনন্দন বহু প্রতিভামুখী, সংগঠনপ্রেমী মানুষ সুব্রত ভদ্রকে।

‘আহা কি আনন্দ’!— এদিন আসরে উপস্থিত সবাই কেকের ভাগ পেলেন।

হে ‘কবি’ ভালো থাকুন, আমরা আপনার কলম থেকে আরও হীরক দ্যুতিসম উজ্জ্বল কবিতা, গল্প চাই। আপনার কলম চলতেই থাকুক।

আরও : এদিন আসর সঞ্চালনায় ‘এদিনের’ উদয় চক্রবর্তী ‘আগের’ উদয় চক্রবর্তীকে ছাড়িয়ে গেলেন। এদিন আসরে কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পীর উপস্থিতির সংখ্যা ছাপিয়ে গেল ‘৩০’— আর কি চাই?

ঋত্বিক সদনে কল্যাণী নাট্য ভাবনার ৫ম বর্ষীয় নাট্যমেলা

সব্যসাচী সান্যাল : গত ২ ডিসেম্বর শনিবার মায়া ঘোষের একক উপস্থাপনা ‘মায়ার কথকতা’, মুক্তধারা (উহিনী – কলকাতা) সীতায়ন (পূর্বরঙ্গ-কলকাতা) জয়বাবা বিধুনাথ (অন্তরীপ, চন্দননগর), ‘খেলাঘর’ (যাত্রিক, মদনপুর), ‘মূল্য’ (বালিগঞ্জ, ব্রাত্যজন) ‘বাকী ইতিহাস (মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম) ‘ঘটক বিদায়’ (মুখোমুখি- কলকাতা) রানী কাদম্বিনী (নান্দীকার, কলকাতা), দায়বদ্ধ (সায়ক, কলকাতা এবং শেষ দিন অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর মঞ্চ ও চলচ্চিত্র সফল অভিনেতা রঘুবীর যাদবের নির্দেশনা অভিনয়ে নাটক রাইরা রিপোর্টারি, মুম্বাই প্রযোজিত ‘পিয়ানো’ আর তার সাথে কল্যাণী নাট্য ভাবনার নিজস্ব প্রযোজনায় নাটক ‘অসমাপ্ত’ ও ‘পোস্টমাস্টার’ প্রভৃতি একগুচ্ছ নতুন ধরনের নাটকের মধ্য দিয়ে কল্যাণী নাট্য ভাবনার ৫ম বর্ষ জাতীয় নাট্যমেলা ঋত্বিক সদনে শেষ হল। নাট্যমেলা চলাকালীন ঋত্বিক সদন প্রাঙ্গণ আলোকজ্জ্বল আর এবারের মঞ্চস্থ নাটকের সুদৃশ্য পোস্টার দিয়ে সাজানো হয়েছিল। নাটকের সাথে ব্যালে নৃত্য ও লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ছাত্রীদের বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় মহিলাদের ওপর যে শারীরিক নিপীড়ন হয় তা কবিতা, গান, নৃত্য ও নানা সংলাপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন দর্শকদের বেশ নতুনত্ব মনে হয়েছে। নাট্যভাবনার উদ্যোগে বেশ কিছু নাটক যা কল্যাণীতে সচরাচর দেখা যায় না। সে জন্য কল্যাণী ও আশেপাশের অঞ্চলের নাট্যপ্রেমীরা বছরের এই সময়টা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। নাট্যমেলার শুরুতে কল্যাণী নাট্যভাবনা দলটির কর্ণধার ও এবারের বেশ কিছু ভাবনা চিন্তা করার নাটক নির্বাচন করার মূল কারিগর পার্থসারথি আচার্য গত ১২ নভেম্বর মাত্র ৫০ বছর বয়েসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। নাট্যমেলা শুরুর দিন পার্থসারথি আচার্যর স্মৃতির উদ্দ্যেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিটের নীরবতা পালন করে। কথাপ্রসঙ্গে নাট্যভাবনার বর্তমান সভাপতি অনুপ রায় জানালেন, একসময় তো তারা নাটকের প্রদর্শন বন্ধ করার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু পার্থসারথি আচার্যর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে নাট্যভাবনা দলের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তার মধ্যে রতন দেবনাথের কথা যিনি প্রয়াত সম্পাদকের অবর্তমানে নাটক দলটি সংগঠিত করার আর্থিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব প্রায় একার কাঁধে নিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে যোগ্য সঙ্গত করা প্রবীণ বয়সে অক্লান্ত পরিশ্রম করা বৈদ্যনাথ সাহার নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় ।

নাট্যভাবনার সদস্য,সদস্যাদের সম্মিলিত প্রয়াস এক অসাধারণ নাট্যমেলা কল্যাণীবাসীকে উপহার দিল যা স্মৃতির মনিকোঠায় বহুদিন সঞ্চিত থাকবে। কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কে বইমেলার সাথে প্রায় একই সঙ্গে চলা নাট্যমেলায় ঝির ঝিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে তন্বী তরুণীরা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে নানা স্বাদের নাটকের টানে টোটোয় চড়ে ঋত্বিক সদনে হাজির হয়েছিল। এই জন্য বোধ হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, দেবশঙ্কর হালদার, মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, রোকেয়া রায় এমনকি সুদূর মুম্বাই থেকে আগত মঞ্চ ও চলচ্চিত্র খ্যাত অভিনেতা কল্যাণীর সমঝদার নাটকের দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। প্রেক্ষাগৃহে ফেরত সায়কের দায়বদ্ধ নাটক দেখতে আসা মনিমেখলা ভৌমিক ও বর্ণালী ধাড়ার সাথে কথোপকথনে সায়কের সীমাবদ্ধ নাটকটির পরিবেশনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এবং তারা জানালো এসময়ের সামাজিক ও পারিবারিক নাটক নিয়ে মেঘনাথ ভট্টাচার্যর পরিবেশনা তুলনাহীন এবং ঋত্বিক সদনে নাট্য প্রদর্শন নিয়ে সায়কের এই বারের প্রযোজনা ৬৮৫ রজনীতে পর্দাপন করল যা আজও দর্শকের কাছে একই রকম আবেদন রয়ে গেছে। কল্যাণী নাট্যভাবনার পরিবেশিত ‘অসমাপ্ত’ নাটক দেবাশিস মজুমদারের রচনা অদ্রিজা দাশগুপ্তর (এন এস ডি) নির্দেশনায় ধরা বাঁধা ছকের বাইরে হওয়ায় দর্শকদের বেশ ভাল লেগেছে। নাটকের অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন দীপেশের ভূমিকায় শান্তনু সেন, সুরশ্রী সঙ্গীতা রায়, অহনা সাইনি আলি আচার্য, পাগল মিলন কুমার শী, দোহাতী বৃদ্ধ অরিন্দম, সূত্রধর মিলন, অরিন্দম, মৌমিতা, সুগত, শিবানী, তুষার, অনুশ্রী। অসমাপ্ত নাটকে অনেক বিষয়ে বাস্তব নিয়ে উপস্থাপনা করা হয়েছে যেমন নাটকের শুরুর দৃশ্যে দেখানো হয়েছে প্রথম বেল পড়ে গেলেও বেশ কিছু দর্শক তখনো হলে উপস্থিত হয়নি। চেয়ারের ঘটাং ঘটাং আওয়াজ করে নিজের সিটে বসা বা সিট দেখানোর লাইটম্যানকে না পেয়ে অন্ধকারে নিজের সিট খুঁজতে গিয়ে কারোর কোলে গিয়ে বসে পড়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় এবং নাটকের প্রতি দর্শকদের যাতে মনোসংযোগের ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্য নাটক শুরু হয়ে গেলেও আরো দর্শক আসার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সময় নাটকের সাথে দর্শকদের পরিস্থিতির মানিয়ে নেবার জন্য নাটকের অঙ্গ হিসাবে মঞ্চের সামনে যুবকের ভুমিকায় মিলন শী নৃত্য শুরু করে যা নাটকের একটি অংশ দেখে সকলে হকচকিয়ে যায়। এর সাথে নাটকের মধ্য যে গান গাওয়া হবে তাকে একবার ঝালিয়ে নিয়ে ও কিছু সংলাপ জুড়ে দর্শকরা স্থিতু হয়ে বসার পর নাটক চালু হয়। নাটকের মধ্যে এই বাস্তব বিষয়টা দেখানো মন্দ লাগেনি। নাটকের বিষয়বস্তু শহরে মানসিক রোগীদের দেখভাল করার দায়িত্ব নিতে ড: বর্মন নামে এক ডাক্তার মফ:স্বল শহরে বদলি হয়ে আসে। একই শহরে কর্মরত আর একটি পরিবারের সাথে তাদের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারিবারিক বন্ধুতার সম্পর্কের কারণে বিবাহ বার্ষিকের দিন ডাক্তারের স্ত্রী বিবাহ বার্ষিকের শুভেচ্ছা জানাতে একা এসে হাজির হয় কিন্তু তাকে বাড়ি ফিরতে না দেখে ডাক্তারবাবু তন্ন তন্ন করে খোঁজে। ইতিমধ্যে মানসিক হাসপাতাল থেকে বেশ কিছু উন্মাদ মানুষ আপতদৃষ্টিতে যারা ভাল হয়ে গেছে কিন্তু বাস্তবে আমরা যা দেখি মানসিক হাসপাতালে প্রায় বন্দি করে রাখা হয়। এদের মধ্যে সুযোগ বুঝে চিকিৎসারত বেশ কিছু নিজেদের সুস্থ মনে করে মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায় এবং শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একজন এসে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে পুলিশের লোক বাড়িতে আসে মানসিক রোগীদের খোঁজ খবর শুরু করে দেয় এবং সন্দেহের দৃষ্টিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে। ইতিমধ্যে ডাক্তার তার স্ত্রীর খোঁজে ওই বন্ধুর বাড়িতে আসে। পরে গাড়ি দুর্ঘটনা না আত্মহত্যার কারণে ডাক্তারের স্ত্রীর মৃত্যু হয় তা দর্শকের কাছে নাটকের নির্দেশক প্রশ্ন রেখে যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারী নাটকের শিল্পীরা তাদের মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছে। কল্যাণী নাট্য ভাবনার প্রযোজনায় ও তাপস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় রবীন্দ্রসৃষ্ট গ্রাম্য সরল জীবন কাহিনী অবলম্বনে বেদনাতুর ছোট গল্প পোস্টমাস্টার সফলভাবে মঞ্চস্থ হল। নাটকের কলাকুশলীরা তাদের চরিত্রগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে সুন্দরভাবে

ধাক্কা মারে
পাপিয়া দে (দাস)

বাঁচার উৎস সন্ধানে
বকুল কামিনী গন্ধে
গভীরতম ভালোবাসার ডাক
ডাকছে সম্পর্কে এ দেহে
বুক জুড়ে চোরা স্রোত
উষ্ণতায় ভাসছি অনুভবে
দিগন্তের আকাশটা লালে লাল
মিষ্টি ছোঁয়া আঙুলে আঙুলে
খুশী দু-হাতে ভরিয়ে দিতে
ডাকতে দাও আবেশের সৌরভে
রংবেরং-এর অধীর উৎকণ্ঠায়
নেশাতুর সন্ধ্যে নিমগ্ন সুখে ।
(বেলগাছিয়া, কলকাতা-৩৭)

ওরা মানুষ হবে
আরতি দে

শুদ্ধমন্ত্রে জল বুকে রেখা টানতেই
এগিয়ে এলো কিছু খড়কুটো
শরীর মেখে কিছু তরতাজা রক্ত
এ রক্ত কাদের !
তোমার আমার আমাদের পৃথিবীর ।
ওই দ্যাখো –
ওরা ঘুরে ফিরে কি যেন খুঁজছে
তবে কী আরো ভেসে গেছে
স্রোতের টানে !
ওরা নির্বাক যাবে কোন পথে
অবাধ যন্ত্রণায় নীল ওদের শরীর
বুকে পদ্মার ঢেউ, নাকি কীর্তিনাশার
ভাঙন থেকে বাঁচতে
ফিরে আসবে পবিত্র গঙ্গায় !
আমি পেতে রাখব দুই করতল
একদিন হাড়মাংস জুড়ে হবে নবজন্ম
নির্যাতিত নির্যাতিতা পবিত্র মানব কঙ্কাল ।
(শহীদনগর, কোলকাতা-৭৮)

প্রকৃতি
নীপা চক্রবর্তী

কাজল কালো গভীর রাত
নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ
শনশন্ বাতাসে বইছে
মায়াময় মাদকতা
চরাচরে প্রকৃতির আদিম লীলা
নিঃস্তব্ধ নিঃঝুম চারিদিক
বজ্র-কঠিন উচ্চারণে দুর্বোধ্য
মন্ত্র পড়ছে প্রকৃতি !
যেন বাতাসে অশরীরিদের গলার ফিসফাস
চোয়াল নির্গত ভয়াল হাসি
শোনা যায় খোনা গলায় অদ্ভুত প্রশ্ন,
খোকা ফিরেছিস বাড়ি?
অশ্রুসিক্ত মুদিত নয়নে দাঁড়িয়ে শর্বরী
ধ্যানমগ্ন প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে তার জীবন
শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা কান্নায়
মিশে যায় তার অন্তর্নিহিত বেদনা
যেন তাকে দেয় সান্ত্বনা–
(নিউ পর্ণশ্রী, কোলকাতা-৬০)

সমর্পণ
লাবণী মান্না

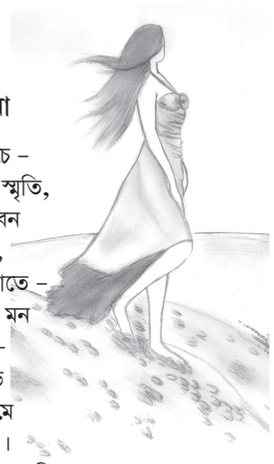

আলোর আঁচে –
আজ জ্বলছে স্মৃতি,
অন্ধকার জীবন
রাত বাড়লে,
জ্যোৎস্না রাতে –
তারায় সাজা মন
স্বপ্ন দেখায় –
আকাশ জুড়ে
তোর-ই নামে
হৃদয় সমর্পণ ।
(চাঁদার ভিলেজ, কলকাতা-৮২)

ভীরুতা
ভীম ঘোষ

স্মৃতিগুলি গরমিল হয়েছে
বিবাহিত জীবনে বেড়েছে ঋণ,
অতি দুর্যোগে
থমকে গেছে অপ্রকাশিত ভাবনা ।
আঁচড়ের চিহ্ন ভেতরে ভেতরে
সেদ্ধ হয় স্বপ্ন ।
জটিল ভবিষ্যৎ পুড়ে হয় ছাই,
তোমাকে মুখপুড়ি বলব না –
ভীরুতার আঁচে পোড়া মুখ
(শতল, কলসা, দঃ ২৪ পরগনা)

ঊর্ধে তোল
দেবকুমার মুখার্জী

আমার শরীর ভেদ করে যায়
তোমার ত্রিভূজ
অশান্ত হৃদয় রক্ত মাংস মেদ
মজ্জায় তোমাকে খোঁজে
ফিরে আসি বারবার নিজের কাছে
হে আমার আত্মা, আমায় ঊর্ধে তোল!
(কাটোয়া-নিশানতলা, পূর্ব বর্ধমান)

পেঁচা পেঁচি
কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস

পেঁচা পেঁচি চেঁচা মেচি
সারা পাড়া গন্ধ
পেঁচা বলে মরে যাব
তুই হবি অন্ধ ।

পেঁচা পেঁচি ল্যাং খায়
থামাথামি নেই
পেঁচা বলে পেঁচি তুই
কিছু দিবি খাই

পেঁচি বলে এই নাও
তিড়িং মিড়িং নাচা
খেয়ে নাও ঢোঁক গিলে
জ্যান্ত ব্যাং ছ্যাঁচা । (বড়িশা, কল-৮)

নতুন বছরের আশা আকাঙ্খা
স্বপ্না বণিক

নতুন বছর আনে সুপ্ত আশা
কত স্বপ্ন রঙীন ভালোবাসা
পুরোনো অলসতা স্থবিরতা
ঘুচে যাক্ আবিলতা

তবুও ভুলিনা পুরোনো দিন
অতীত স্মৃতি, অতীত ব্যাথা
কত সংযোগ বিচ্ছেদের কথা
সজল চোখে বরণ করি দিন ।

ভোরের কুহুতান ঘুম ভাঙায়
অজস্র কাজের ভীড়ে
মনে পড়ে রুচিরার কথা
ছোট্ট সে বোন আজ কোথায় !
(করুণাময়ী, সল্ট লেক)

চিহ্ন
লতিকা ঘোষ

স্বপ্নের খেলা ঘর তোমার বুকে
বুক জুড়ে সুতীব্র হাহাকার
তরল রক্তে ভেসে যাচ্ছে জীবন
অমানবিক, কোলে এক বোধে
ভাঙাচোরা শরীর পরিকল্পিত ইচ্ছে
কাঙালপুরে মাঠে এমনি
চোঙা ডাঙায় মন কাড়াকাড়ি
ঝরা বৃষ্টি, মুছে যাচ্ছে প্রতিফলিত রূপে
কৌশলিত মুঠো হাত, বদার্থ তার রেখা টানে
তোমার কোনও এক চিহ্ন আমার শরীরে
শরীর জুড়ে দগদগে ঘা ।
(শতল, কলসা, দঃ২৪পরগণা)

এক হও ভাই এক হও
রূপালী গোস্বামী

সবাই কেমন শশব্যস্ত ভীষণ উদ্বিগ্ন আর ত্রস্ত,
হানাহানি আজ বিশ্ব জুড়ে শান্তি আজ বহু দূরে,
নিজ অস্তিত্বের খাতিরে হাতে রেখে হাত তাইরে,
হাঁটি এক নতুন দিনের আশায়
তাইতো সবাইকে জানাই আত্মগরিমা ভুলে
সকলে মেতে থাকো আনন্দে
আর ভালোবাসায়।
(আনন্দপুর, কল-১০৭)

সাহিত্য সম্রাট
সন্ধ্যা ধাড়া

তুমি বঙ্কিম মহামহিমময় সাহিত্য সম্রাট
যদিও তোমার মসি ছাড়া ছিলনা রাজ্যপাট
সাহিত্যাকাশে তুলেছিলে ঝড়
মানব মনে বঁধেছিলে ঘর
পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে ভাঙতে চেয়েছিলে কপাট

আনন্দমঠের একটি কথায় মন হয় আলোকিত
দেশপ্রেমের বিশ্বাস বীজে সবাই বিমোহিত
বন্দেমাতরম্ হান
জাগরিত করে প্রাণ
চির সত্যের আবহে ক্রমবিবর্তন আর বিবর্তিত।
(ইছাপুর, দেবীতলা, উঃ২৪ পরগণা)

ইচ্ছে ডানা
রেখা দাস

মনে ভাবি একখানা মেঘ আসতো যদি উড়ে
চাঁদের দেশে পাড়ি দিতাম মেঘের পিঠে চড়ে ।
কাছে গিয়ে দেখে নিতাম চাঁদটা কত বড়,
সূর্যকেও দেখে নিতাম কেমন বড়সড়
তারাদের বাগান খানি দেখতাম ঘুরে ফিরে
তাদেরও গুনে নিতাম এক জায়গায় করে
বৃষ্টির জন্য কয়টা ড্রাম আছে চাঁদের দেশে
তাও আমি গুনে নিতাম ইচ্ছে আছে শেষে ।
(বকুলতলা, কলকাতা-৬১)

ভালো থেকো – স্বপনচারিণী
শেফালী সরকার

হাজার প্রশ্ন আঁকা মুখের দিকে, স্বপ্নমাখা
দু-চোখ তুলে বলেছিলে, মনে নেই? গতজন্মের
সাথী ছিলে তুমি, ভুলে গেছো । আমি
স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকি আলো উদ্ভাসিত
সে মুখের পানে, বলেছিলে তুমি ছিলে
রাজকন্যে ! আমি তোমার বাগানের মালি ।
প্রতিদিন ফুল তুলে দিতাম তোমায়, সুগন্ধে
ভরে যেত সারা ঘর, নিজ হাতে ফুলদানী সাজাতাম
চাঁদের আলোর মত হাসি ছুঁয়ে যেত ঠোঁটে,
মনে মনে বলেছি কত –
স্বপনচারিণী, তুমি ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো ।
আমিও মনে মনে সে কথাই বলেছি ।
(ম্যুর এভিনিউ, কলকাতা-৪০)

মা
কানন পোড়ে

মা, মা করে ডাকে সদাই
গর্ভধারিণী মাকে করে দুচ্ছাই
মায়ের মঞ্চ সদাই আলো

মায়ের ঘর সদাই কালো
পূজার পোষাক সবার জন্য
পোষাক খোঁজে না তন্নতন্ন
ছুটে এসে নাতি বলে, ঠাম্মা,
দেখবে আমার কত নতুন জামা !
ঠাম্মার জীবন ভাসছে বন্যার জলে
বেশ হয়েছে ধন্য ছেলে
আর কি পাবো সোনা ঝরা জীবন
ব্যাথায় ডুকরে কাঁদে এখন ।
কর্তব্য ছিল মানুষ করা
হেসেখেলে তখন পাগলপারা
এখন কেবল জীর্ণ পাতা ঝরা ।
(আমতলা, কন্যানগর, দঃ২৪ পরগণা)

অণু গল্প

পথ ও মিছিল
সনত্ ঘোষ

নারী জাগরণ বাহিনীর মিছিলটা সরু ইঁট বিছানো রাস্তার বাঁকটা পার করে ভাঙা মন্দিরের পাশের গলি রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। হাতে ধরা উঁচানো ছোট ছোট বোর্ডে লেখা স্লোগান। এলাকার মদের ঠেক ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। বেআইনি মদের ঠেক চলবে না চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আন্দোলনে টনক না নড়লে সমস্ত চোলাই ঠেক ভেঙে দেবে নারী বাহিনী।

আর একটু এগোলেই রাস্তার ধার ঘেঁষা ঝুপড়ি জুড়ে ঝাঁঝালো গন্ধ ভরা ঠেক রমরমিয়ে চলছে। এখানেই প্রসাদী-র ঝুপড়ি। স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পর দু মেয়ে এক ছেলে নিয়ে মদ বেচেই সংসার চালায়। দরমার ফাঁক দিয়ে উদ্বিগ্ন প্রসাদী করুণ চোখে বাইরে তাকায়। এক সময় মিছিল থমকে যায়।

অন্য দিক থেকে এগিয়ে আসছে অন্য একটা মিছিল। প্রত্যেক-কে কাজ দিতে হবে, দিতে হবে। দারিদ্রের শীলমোহর লাগা কার্ড দিতে হবে। বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই মিছিলটাও থমকে দাঁড়ায় এবার। রাস্তাটা খুবই সংকীর্ণ, দুটো মিছিল পাশাপাশি পার হওয়া সম্ভব নয়। এতক্ষণে প্রসাদী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

যুব বিশ্বকাপের পর ফের ফুটবল ফোবিয়া, শহরে মারাদোনা

অরিঞ্জয় মিত্র

এলেন, দেখলেন, আর মাতিয়ে দিলেন। দুদিনের ঝটিকা সফরে তাঁর প্রিয় তিলোত্তমাকে আবিষ্ট করে রেখে গেলেন ফুটবলের রাজপুত্র। যুব বিশ্বকাপের পর আবার একটা ফুটবল ঝড় উঠেছিল ১০৯৮৬-র বিশ্বকাপের নায়ককে ঘিরে। কলকাতা এসে বারাসত, চেতলা আর শ্রীভূমি এলাকায় যেন টর্নেডো উঠেছিল তাঁকে নিয়ে। মোহন-ইস্ট তথা দেশের ফুটবলের বহু নামি দামি প্রাক্তন ফুটবলারের সঙ্গে সময় কাটাতেও দেখা গেল যুবরাজকে। হ্যাঁ, যুবরাজের আখ্যা তো মারাদোনাকেই মানায়। পেলে যদি ফুটবলের রাজা হন, তাহলে যুবরাজ হলেন নিশ্চিতভাবে মারাদোনা। হবে নাই বা কেন, পেলে-মারাদোনারা নিজের নিজের জমানায় দুনিয়া কাঁপিয়েছেন বললেও কম বলা হবে। ব্রাজিলকে বারংবার বিশ্বকাপ দেওয়ার পিছনে যেমন অ্যারেন্টাস দ্য নাচিয়েমেন্টো পেলের অবদান অনস্বীকার্য তেমনই আর্জেন্টিনাকে ফুটবল কৌলিন্য দেওয়ার পিছনে মারাত্মক অবদান মারাদোনার। যদিও অনেকে তুলনা টেনে বলেন, পেলে তো পাশে পেয়েছিলেন ভাভা, ডিডি, গ্যারিঞ্চাদের মতো তারকাদের। যাঁরা নিজের দিনে পেলের থেকে কোনও অংশে কম যেত না। অন্যদিকে এই অংশের যুক্তি, মারাদোনা যাঁদের পাশে পেয়েছেন সেই বুরুচাগা-ভালদানোরা সেই অর্থে কোনও তারকাই নয়। অথচ সেই অ্যাভারেজ মানের ফুটবলাররাই মারাদোনার পাশে পড়ে নিজেদের যাবতীয় পারফরমেন্সকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। হয়ে উঠেছিল স্টার। মহাতারকার স্পর্শে আন্দোলিত আর্জেন্টাইনরা এভাবেই ১৯৮৬ তে মেক্সিকোর অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ জিতে নিজেদের মেলে ধরেছিল। মারাদোনা অবশ্য এর আগেও এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু আগেরবার বা এবার কোনওবারই তাঁর খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়নি কলকাতাবাসীর। বারাসতে সৌরভ একাদশ বনাম মারাদোনা একাদশের ম্যাচ হলেও ফুটবলের রাজপুত্র তাতে অংশ নেননি। এতে

লাখ লাখ সমর্থকের পাশাপাশি আপশোস করতে দেখা গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। দাদার বক্তব্য, সেই ৮৬ থেকে আমি মারাদোনার ফ্যান। তিনি যদি ম্যাচে একটু হলেও নামতেন তাহলে ধন্য হয়ে যেতাম।

এর আগে স্বয়ং ফুটবল সম্রাট পেলে আমেরিকার কসমস দলের হয়ে কলকাতায় শুভেচ্ছা সফরে এসেছিল। ১৯৭৭-এর সেই মহাক্ষণে পেলের দলের সঙ্গে সম্মুখ সমর হয়েছিল মোহনবাগানের। পেলে তখন খেলার জীবনের শেষ ধাপে। অবসরের পরের অধ্যায়ে আমেরিকান ক্লাবে খেলছেন। তাও সেই বয়স্ক পেলের স্কিল দেখেও 'থ' হয়ে গিয়েছিল তিলোত্তমা। ইডেন ভর্তি সমর্থক তা উপভোগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এসে। বর্ষীয়ান হলেও পেলের লাইভ ম্যাচ দেখা কলকাতা কিন্তু মারাদোনার কোনও ম্যাচ এই শহরে দেখতে পাননি। তাও মারাদোনাকে হাতের কাছে পেয়ে সেই কষ্ট সুদে আসলে মিটিয়ে নিয়েছে কলকাতা। এছাড়াও বোখুম-সহ বহু নামিদামি বিদেশি ক্লাব টিম এখানে খেলে গিয়েছে।

ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতার ওপর দিয়ে বিশ্ব ক্রীড়া জগতের অনেক নদী-উপনদী বয়ে গিয়েছে। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে কৃতীরা এসে সমৃদ্ধ করেছে তিলোত্তমা মহানগরীকে। কিছুদিন আগে সেই মুকুটে যুক্ত হয়েছিল আরও এক নতুন পালক কলম্বিয়ান মহাতারকা ভালদারেমা। বস্তুত তাঁর সংক্ষিপ্ত সফরে যাকে বলে একেবারে, এলাম-দেখলাম-জয় করলাম গোছের একেবারে চেটেপুটে ব্রাজিলিয়ান সাম্বা ফুটবলের এই আস্বাদন নিয়েছিল মহানগরী। পেলে যদি ফুটবল সম্রাট হল তবে ফুটবলের যুবরাজ নিঃসন্দেহে মারাদোনা। সেই আর্জেন্টাইন তারকাও ধন্য করে দিয়েছেন কলকাতা সফরে কামাল করে গিয়েছিলেন এই মেগাস্টার ফুটবলার। ভালদারেমার সঙ্গে কলকাতার কোলাজে ধরা পড়েছিল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে আরও অনেক দিকপাল। মাফিয়ারাজের বাইরে আসল কলম্বিয়ার রূপ যে ভালদারেমাদের হাত ধরে উঠে আসে তাও বোঝা গেল তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সফরে। প্রসঙ্গত একসময় আরও এক কলম্বিয়ান তারকা হিগুইতায় মুগ্ধ হয়েছিল গোটা ফুটবল বিশ্ব। যথারীতি ভারতেই সেই দামাল হাওয়ার উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছিল। হিগুইতা ছিলেন আদতে গোলকিপার। কিন্তু তিনি যেভাবে বিপক্ষের গোলে হানাদারি করতেন তা ছিল দেখার মতো। বস্তুত তিনি হয়ে উঠেছিলেন তৎকালীন ফুটবল বিশ্বের এক আইকন। গোলকিপারদের তো বটেই। ভালদারেমার উত্থানও ঠিক এই সময়। দ্রুত কলম্বিয়ার নাম উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন ভালদারেমা-হিগুইতা-রা। সেইসময় অবশ্য একটি দুঃখজনক অধ্যায়ও ঘটেছিল কলম্বিয়ান ফুটবলে। মাফিয়া আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল আরও এক কলম্বিয়ান স্টার অ্যাসকোবারকে।

আরও এক মেগা ফুটবল ইভেন্ট কলকাতায় বসেছিল নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে ১৯৮৪ সালে। সেই বছর দুনিয়ার 'এক সে এক' তারকা ফুটবলার হাজির হয়েছিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তখন অবশ্য যুবভারতী তথা সল্টলেকে ফুটবল ম্যাচ হওয়ার চল ছিল না। আজ যেটা শহরের সবথেকে বড় ক্রিকেট গ্রাউন্ড সেই ইডেন গার্ডেন্সে বসত ফুটবলের হাট। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যাঁরা কলকাতায় খেলে গিয়েছেন পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই স্টার। এদের মধ্যে ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দলের বুরুচাগা, ভালদানো, ব্রাউন, গোলকিপার পম্পিদো তো ছিলেনই। মারাদোনার নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোও ছিলেন সেই সফরে। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যুগোস্লাভ কোচ চিরিচ মিলোভানের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দলও ছিল প্রখর শক্তিশালী। শক্তিশালী আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ের মতো দলগুলির বিরুদ্ধে যে ম্যাচ উপহার দিয়েছিল ভারত তা আজও আলোচনাযোগ্য। ভাস্কর, মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রসূন, প্রশান্ত, মানস, বিশ্বজিৎ, কৃষেন্দু, অলোকরা তখন সমানে সমানে লড়ে গিয়েছিলেন এই দলগুলির বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে জোর টক্কর দিয়ে ১-১ ড্র করেছিল মিলোভানের ভারত। আর্জেন্টিনার ১১ নম্বর বুরুচাগার সঙ্গে জার্সি বদল করেছিলেন ভারতীয় ১১ নম্বর জার্সিধারী বিদেশ বসু। তৎকালীন উরুগুয়ে টিমও ছিল বেজায় শক্তিশালী। বিশ্বকাপার রামোস, ফ্রান্সিসকোলি, রডরিগেজরা সেবার কলকাতার ফুটবলকে রীতিমতো মাতিয়ে তুলেছিলেন। হাঙ্গেরির দুর্ধর্ষ ফ্রিকিক টেকার লাজলো কিসের খেলা এখনও মনে আছে বহু ফুটবল ভক্তের।

ন্যাশনাল ডাইভিংয়ে ব্রোঞ্জ

মলয় সুর

নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৬৩তম স্কুল ন্যাশনাল গেমসে হাইবোর্ড ডাইভিং-এ ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে মৌপ্রিয়া মিত্র। দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে গত ২৫-২৯ নভেম্বর এই স্কুল ন্যাশনাল সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই চ্যাম্পিয়নশিপে সে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। এবারে সে হুগলি গার্লস স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সেই কারণে এবারে পারফরমেন্স একেবারেই শতকরা ছিল না। শুধুমাত্র টেনশন থাকায় ২০১৬ সালের অক্টোবার কলম্বোয় দক্ষিণ এশিয়ান অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে ব্যান্ডেলের মৌপ্রিয়া। প্ল্যাটফর্ম ডাইভিং-এ সোনা এবং ৩ মিটার স্প্রিং বোর্ড-এ রুপো পায়। সেখানে সার্ক ভুক্ত সাতটি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিল। জীবনে প্রথমবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নেমে সাফল্য পায়। সেই সময় তাঁর সাফল্যে বাবা ভাস্কর মিত্র ও মা শুভ্রা এবং ঠাকমা গোকুল মিত্র খুশি হন। তাঁদের বাড়ি ব্যান্ডেল মানসপুরে। ভাস্কর বাবু পেশায় ফিজিওথেরাপিস্ট। মাত্র ৪ বছর বয়স থেকে জিমন্যাস্টিক শিখত ছোট্ট মৌপ্রিয়া। ব্যান্ডেল বালির মোড়ের কাছে সর্ব্বজনীন ব্যায়াম সমিতির কোচ সুদীপ পালের কাছে জিমন্যাস্টিকে হাতেখড়ি হয়। ছয় বছর বয়সে জিমন্যাস্টিকে জুনিয়র বিভাগে আর্টিস্টিকে চ্যাম্পিয়ন হয় সে। ২০১১ সালে জিমন্যাস্টিকে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুল ও অ্যাঙ্কলিট জয়েন্টে চোট পায়। সেই চোট সারাতে সময় লাগে প্রায় বছর খানেক। সেই চোট সারিয়ে আবার স্বমহিমায় ফিরে আসে মৌপ্রিয়া। এরপর ২০১৩তে সল্টলেক সাইতে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে আবার গোড়ালিতে চোট পায় যা তাকে জিমন্যাস্ট জীবন থেকে সরিয়ে দেয়। বর্তমানে দেশের অন্যতম সেরা ডাইভার মৌপ্রিয়া। কিন্তু তার এই উত্থানের পেছনে সাফল্যের আলোর চেয়ে হতাশার প্রতিবন্ধকতা বেশি ছিল। সাধারণ বাঙালি পরিবারের মেয়ে মানেই ছক বাধা পথে জীবনের জলছবি তৈরি করার প্রচেষ্টা।

এরপরই সে চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাবে বাংলা দলের প্রশিক্ষক সুখেন্দু দাসের কাছে ডাইভিংয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। ২০১৫ সালের জুন মাসে কলকাতা হেদুয়ায় রাজ্য ডাইভিং প্রতিযোগিতায় এক মিটার স্প্রিং বোর্ডে সোনা জিতেছিলেন তিনি। তারপরের মাসে জাতীয় ডাইভিংয়ে এক মিটার স্প্রিং বোর্ডে রুপো পেয়েছিলেন। তবে এই সাফল্য দুটো জুনিয়র পর্যায়ে। ওই বছর সেপ্টেম্বরে রাজকোটে জাতীয় ডাইভিংয়ের সিনিয়র পর্যায়ে চতুর্থ হয়েছিলেন মৌপ্রিয়া। এখানে পদক না পেলেও তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে ছিল। বাংলার অন্যতম প্রতিশ্রুতিমান ডাইভার মৌপ্রিয়ার কাছে ২০১৬ সাল সবচেয়ে স্মরণীয়। বেঙ্গল অলিম্পিকের আসরে ৩ মিটার ডাইভিংয়ে সোনা জেতে। এছাড়া এক মিটার স্প্রিং বোর্ড ডাইভিংয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে। বেঙ্গালুরুতে এক গ্রুপ ডাইভিংয়ে এক মিটার স্প্রিং বোর্ডে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন প্রায় একই সঙ্গে। এরই পাশাপাশি রাজ্য আসরে ও একই সঙ্গে ১৫ বছরের মৌপ্রিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সে চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাবে বাংলা দলের প্রশিক্ষক সুখেন্দু দাসের কাছে ডাইভিংয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। এছাড়া কলকাতার হেদুয়ার সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে তারকনাথ হাইত ও নিমাই ভৌমিকের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করছে। তার আদর্শ ডাইভার আর্মি দলের কে রামানন্দ শর্মা।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পার্থ ঘোষ, বারাসত : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ আয়োজিত ৩৯তম জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল গত ১৪ নভেম্বর ২০১৭, মধ্যমগ্রাম বসুনগর ময়দানে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। পূর্ব নির্ধারিত নির্ঘন্ট অনুযায়ী গত ৯ ডিসেম্বর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। জেলার চারটি মহকুমা বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ ও ব্যারাকপুর থেকে যোগ্য প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষা সংসদ ছাড়াও বারাসত চক্র, বারাসত পশ্চিম কেন্দ্রের সাথে মধ্যমগ্রামের দুটি চক্র ও প্রতিযোগিতা পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মুখ্য আহ্বায়ক শিক্ষক সমীর কুণ্ডু বলেন, ''সফলভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক ও প্রশাসনের সর্বস্তরের মানুষের ধন্যবাদ প্রাপ্য।'' এরপর প্রতিযোগিতা থেকে

সফল প্রতিযোগীরা রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পাবে। আহ্বায়ক তথা সংসদ ক্রীড়া পরিচালক গণপতি বল আগামী দিনে খেলাধূলার উন্নতিতে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। সুসজ্জিত আয়োজনে ও অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য আহার ও সকলের জন্য পুরস্কার বিতরণও করা হয়।

আমন্ত্রণিক বক্সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর হরিশ পার্কে চারদিন ব্যাপী আমন্ত্রণমূলক বক্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। প্রায় ১৩টির বেশি রাজ্য অংশগ্রহণ করেছিল এই প্রতিযোগিতায়। বাংলা থেকে বক্সিং প্রায় উঠে যেতে চলেছে, এহেন সময় রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা একসময়ের ভারতের জুনিয়র বক্সিং টিমের ক্যাপ্টেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বক্সিংকে আবার উজ্জীবিত করে তুলতে এই প্রয়াস সত্যি প্রশংসনীয়। ১০ তারিখের শেষদিনের ফাইনাল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা সংগঠনের সভাপতি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্রীড়ার সঙ্গে সংযুক্ত তথা কালীঘাট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগঠনের সম্পাদক সায়নদেব চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন বক্সার অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, খুব তাড়াতাড়ি সরকার থেকেই আয়োজন করা হবে বক্সিং প্রতিযোগিতা এবং তার সঙ্গে মেয়রও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দেন।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

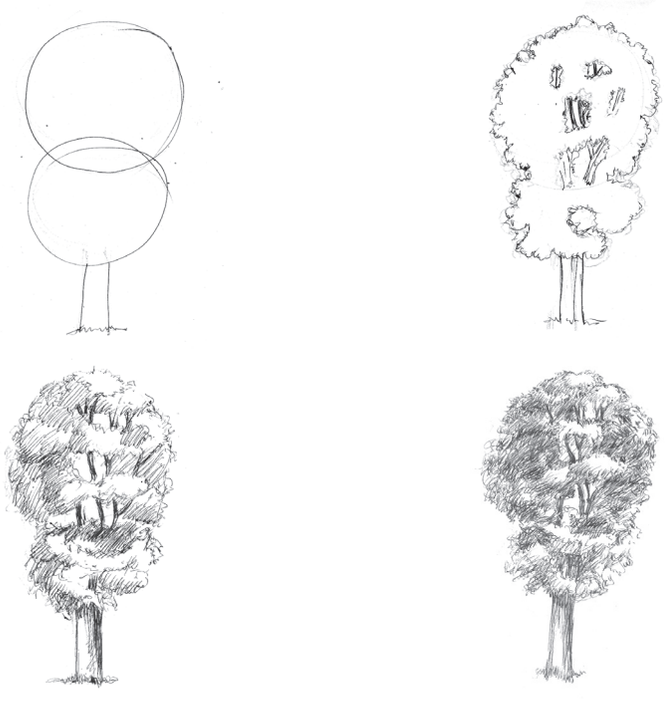

অলেভ বাস

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ব্যাটারি চালিত সাইকেল, রিক্সা বা গাড়ির কথা তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। অনেকে হয়তো সে সব ব্যবহারও করেছ। পেট্রল ও ডিজেল চালিত যানবাহন কীভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে তা সকলেরই জানা। ট্রাম বা বৈদ্যুতিক ট্রেন কিন্তু কোনও পরিবেশ দূষণ ঘটায় না। ব্যাটারি চালিত গাড়ি কোনও দূষণ না ঘটালেও এই গাড়ির একটা বড় অসুবিধা হল ব্যাটারিগুলোর ওজন বেশ বেশি। আর কিছুক্ষণ পরপরই এগুলোকে চার্জ করতে হয়।

এবার কল্পনা কর তো এমন একটা স্বপ্নের দেশ, যেখানে বৈদ্যুতিক বাস রাস্তা দিয়ে নিঃশব্দে ছুটে চলেছে আর ওই বাসের মধ্যে যে ব্যাটারিগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে তা আপনা আপনি চার্জ হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাসস্টপে যাত্রী ওঠানামার সময় যখন কিছুক্ষণের জন্য বাসটি থামে, তখনও ব্যাটারিগুলো চার্জ হয়ে যায়। 'ওলেভ' কথাটা আসলে OLEV বা Online Electric Vehicle, এই বাসগুলো যে সব রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে সে সব রাস্তার মাটির নিচে কিছুটা দূরে দূরে কিছু যন্ত্র থাকে। বাসগুলোর নিচের দিকে আর একটি যন্ত্র থাকে, এ দুটো যন্ত্র কাছাকাছি এলেই মাটির নিচে রাখা যন্ত্র থেকে খানিকটা বিদ্যুৎশক্তি বাসে স্থানান্তরিত হয় এবং ব্যাটারিগুলো চার্জ হয়ে যায়।

ভাবছ, সত্যিই কি এমন কোনও দেশ আছে? হ্যাঁ, আছে। একটি দেশ হচ্ছে সাউথ কোরিয়া। এছাড়া ইজরায়েল, ইংল্যান্ড, আমেরিকার টেক্সাসে-এর প্রচলন আছে।

তেহসিন জায়না হুসেন, ষষ্ঠ শ্রেণি, এ.কে. ফজলুল হক গার্লস স্কুল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com